

লস অ্যাঞ্জেলেসে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ, ৩ কর্মকর্তা নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিস্ফোরণে তিন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। নিহতদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি। স্থানীয় সময় *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

অবৈধভাবে থাকা সবাইকেই গ্রেপ্তার করা হবে: আইস এর পরিচালক টড লায়ন্স

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসকারী যেকোনো অভিবাসী অপরাধী হোক বা না হোক তাদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টড লায়ন্স। সিবিএস নিউজকে দেয়া এক স্বাক্ষাতকারে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আইস অভিযানে প্রথম অগ্রাধিকার বিপদজনক অপরাধী অভিবাসী। তবে অভিযানে অবৈধভাবে অবস্থানকারী ও যেকোন কর্মস্থলে কাজের অনুমতি ছাড়া অভিবাসীকে *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

The Weekly **বাংলা পত্রিকা** Bangla Patrika

পথচলায় ২৯ বছর

www.banglapatrikausa.com ■ Vol. 29 ॥ Issue 42 / July 21, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ৪২ ॥ সোমবার, জুলাই ২১, ২০২৫, শ্রাবণ ৬, ১৪৩২ ॥ মহররম ২৫, ১৪৪৭

গণ ডিপোর্টেশনের আগ্রাসী পদক্ষেপে ট্রাম্প প্রশাসন

- শিশুদের সুরক্ষা প্রত্যাহার
- বিচারকদের বরখাস্ত
- ইমিগ্রেশন কোর্ট চত্বরে অভিবাসী ধরপাকড়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের আরো কঠোর পদক্ষেপে দেশের অভিবাসন ব্যবস্থা অনেকটাই বিপর্যস্ত। একদিকে নির্যাতন বা অবহেলার শিকার শিশুদের বিতাড়ন সুরক্ষা বাতিল, অন্যদিকে একাসাথে ১৭ জন ইমিগ্রেশন বিচারককে বরখাস্ত ও শুনানীতে যাওয়া অভিবাসন প্রত্যাশীদের ইমিগ্রেশন কোর্টের ভিতর থেকে গ্রেফতারে গণ ডিপোর্টেশনের রূপ ট্রাম্প প্রশাসনের আগ্রাসী পদক্ষেপে দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। এমনকি জন্মসূত্রে নাগরিকত্বসহ বেশ কিছু বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে ফেডারেল বিচারকদের রায় সীমিত করা হয়েছে। এতে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক আতংক দেখা দিয়েছে।

এই তিনটি ঘটনাই আমেরিকায় ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন বিরোধী নীতির বর্তমান রূঢ় বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে এসেছে, যেখানে শিশু থেকে শুরু করে বিচারক পর্যন্ত কেউই রেহাই পাচ্ছেন না। বিচার বিভাগ ও প্রশাসন যেনো মুখোমুখি অবস্থানে। সম্প্রতি সিএনএন, এপি ও নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

গণমাধ্যমের তথ্যমতে নিউইয়র্কের ফেডারেল কোর্টে দায়ের করা একটি মামলায় বলা হয়েছে, বহু নির্যাতিত ও অবহেলিত শিশুকে যে *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

৭৯ মিলিয়ন মেডিকেইডধারীর তথ্য এক্সেস করবে আইস



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্টদের ৭৯ মিলিয়ন মেডিকেইড সুবিধাভোগীর ব্যক্তিগত তথ্য, ঠিকানা ও জাতিগত তথ্য ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাস করছেন এমন অভিবাসীদের খুজে বের করে তাদের মেডিকেইড সেবা বন্ধ ও ডিপোর্টেশনের আওতায় নিয়ে আসা। খবর এপির।

ডিএইচএস ও সিএমএস'র একটি চুক্তির তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাসোসিয়েট প্রেস এক প্রতিবেদনে জানায়, এ চুক্তিটি অবৈধ অভিবাসী নাগরিকদের অবস্থান শনাক্ত করার সুযোগক্স করে দেবে। চুক্তিটি মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড সার্ভিসেস কেন্দ্র এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলেও তা এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

চুক্তি অনুযায়ী, আইস কর্মকর্তারা মেডিকেইডে তালিকাভুক্ত সকল ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, জাতিগত ও জাতিসত্তাগত তথ্য এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার দেখতে পারবেন।

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে অভিবাসী ধরপাকড় রেকর্ড বৃদ্ধি

তাৎক্ষণিক বহিষ্কার প্রায় ৩ শতাধিক অভিবাসন প্রত্যাশী



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অভিবাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে খ্যাত নিউইয়র্ক সিটি ও আশেপাশের এলাকায় এখন অভিবাসীদের জন্য আর নিরাপদ নয়। সিটিতে অন্য যেকোন বছর অভিবাসী গ্রেফতারের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। মুখ ঢেকে রাখা আইস এজেন্টরা এখন কোর্ট রুমের ভেতরে, আইস চেক-ইন কেন্দ্রে, এমনকি অফিস বিল্ডিংয়ের করিডোরেও অভিযান চালাচ্ছেন। যাদের টার্গেট করা হচ্ছে তাদের অনেকেই কোনো ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নন। এছাড়াও আশ্রয়প্রার্থীদের এক্সপেডাইটেড রিমুভাল সংখ্যাও বেড়েছে আশংকাজনক হারে বেড়েছে। সর্বকালের রেকর্ড আইসের ধরপাকড়ে অভিবাসীদের মধ্যে আতংক চরম *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

লস অ্যাঞ্জেলেসে মাঝ আকাশে বোয়িং ৭৬৭-এর ইঞ্জিনে আগুন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়াল দেওয়ার পরপরই ইঞ্জিনে আগুন ধরে যাওয়ায় জরুরি অবতরণ করেছে ডেল্টা এয়ারলাইনসের একটি বোয়িং ৭৬৭ উড়োজাহাজ। উড়োজাহাজটি আটলান্টার উদ্দেশে যাচ্ছিল। যদিও স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালের এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন দ্রুত নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, মাঝ আকাশে ডেল্টা ফ্লাইট ডিএল ৪৪৬ (রেজিস্ট্রেশন এন ৮৩৬ এমএইচ) নম্বরের বোয়িং ৭৬৭-৪০০ মডেলের উড়োজাহাজটির *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

মামদানি মেয়র হলে নিউইয়র্ক ছেড়ে ফ্লোরিডা চলে যাবো

-- অ্যান্ড্রু কুওমোর



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি মেয়র হলে নিজেই ফ্লোরিডা চলে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন আরেক মেয়র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো। যদিও এই ঘোষণার পর রাজনৈতিক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তবে তার প্রচার শিবির এটিকে কৌতুক হিসেবে দাবি করে।

শনিবার সকালে গ্রোসারী চেইন সুপার মার্কেটের কর্ণধার জন ক্যাটসিমাটিডিস এর আয়োজনে ধনকুবের ব্যবসায়ীদের সভায় সাবেক গভর্নর এবং আগামী নভেম্বরে সিটি মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী অ্যান্ড্রু কুওমো বলেন, হাউজিং অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়ার উপর মামদানির প্রস্তাবিত স্থগিতাদেশ বার্তা বর্তমান সময়ে এ খাতের জন্য হুমকি। কারণ এতে *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
■ TAX Liens Charge Offs ■ Inquiries ■ Collections
■ Garnishment ■ Bankruptcy ■ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

চায়নাটাউনে গাড়িচাপায় নারীসহ প্রাণ গেলো ২ জনের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনের চায়নাটাউনে বেপরোয়া গাড়িচাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন দুইজন। শনিবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ক্যানাল স্ট্রিট ও ব্রডওয়ের সংযোগস্থলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, একটি নীল রঙের শেভ্রোলেট ম্যালিবু গাড়ি ম্যানহাটন ব্রিজ দিয়ে দ্রুতগতিতে প্রবেশ করে। এরপর সেটি প্রথমে এক সাইকেল আরোহীকে এবং পরে ফুটপাথে দাড়িয়ে থাকা এক নারী পথচারীকে ধাক্কা দেয়। এসময় এর গাড়িটি এনওয়াপিডির একটি ভ্যানেও আঘাত হানে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইমার্জেন্সী মেডিকেল টিম দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। নিহতদের নাম প্রকাশ করা হয়নি, *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

উৎসব মুখর পরিবেশে বিয়ানীবাজার সমিতির বনভোজন

























বাইডেনের চার বছরের রেকর্ড পাঁচ মাসেই ছুঁলেন ট্রাম্প!

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র পাঁচ মাসেই ডোনাল্ড ট্রাম্প বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এমন এক পথে এগোচ্ছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন। শান্তির অঙ্গীকার নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে যাত্রা শুরু করলেও, বাস্তবতা বলছে, ট্রাম্প এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে আগ্রাসী মার্কিন প্রশাসনগুলোর একটি গড়তে চলেছেন।


যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবিঃ এএফপি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংঘাত পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'একলেড' (ACLED)-এর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত মাত্র পাঁচ মাসে ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশে চালানো হয়েছে ৫২৯টি বিমান হামলা। তুলনা করলে দেখা যায়, জো বাইডেন চার বছরের মেয়াদে এই সংখ্যা ছিল ৫৫৫। অর্থাৎ, দৈনিক গড়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিমান হামলা হয়েছে প্রায় তিনগুণ বেশি হারে।

বিশেষত ইয়েমেনে ইরানপন্থী হুতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এসব হামলা ছিল অপ্রতিরোধ্য। মার্চ মাসেই লোহিতসাগরের বাণিজ্যপথ সুরক্ষার অজুহাতে মার্কিন বাহিনী এক মাসে ১২৮টি বিমান হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনেড়্যা বাইডেনের সময়কার মাসিক সর্বোচ্চ হামলার প্রায় পাঁচ গুণ। পাশাপাশি সোমালিয়ায় আল-শাবাব এবং আইসিস গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, ইরাকে শিয়া মিলিশিয়া ঘাঁটি, সিরিয়ায় রকেটঘাঁটি ও অস্ত্রগুদাম এবং সম্প্রতি ইরানে তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় সরাসরি হামলার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

'একলেড'-এর প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক ক্লিয়োনাড র‍্যালেঘ বলেন, বর্তমান প্রশাসনের নীতিতে স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। তাঁর ভাষায়, "মার্কিন সেনাবাহিনী এখন কম রাজনৈতিক অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, দ্রুত এবং আরও নির্দয়ভাবে অভিযান পরিচালনা করছে। এটা যুদ্ধ নয়ড় তবে যুদ্ধের মতো কার্যকলাপ।"

নির্বাচনের সময় শান্তির অঙ্গীকার দিয়ে ভোট পাওয়া ট্রাম্প এখন বলছেন, "শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি" তাঁর মূল কৌশল। অথচ এই নীতি নিয়েই দ্বিধায় পড়েছে তাঁর নিজের রাজনৈতিক ঘাঁটি। সর্বশেষ এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পপন্থী 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' ভোটারদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ এই আক্রমণাত্মক কৌশলকে সমর্থন করলেও, ১২ শতাংশ জানিয়েছেন তাঁরা এতে অস্বস্তি বোধ করছেন। উল্লেখযোগ্য যে, বাইডেনের মেয়াদে এই সমর্থনের হার ছিল ৬১ শতাংশ।

অধ্যাপক র‍্যালেঘ এক বক্তব্যে বলেন, "এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃত সামরিক তৎপরতা ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন অভিমুখের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটি আগ্রাসনের কৌশল, যেখানে প্রথমে হামলা, পরে কূটনীতি।" তাঁর মতে, ট্রাম্প হয়তো বিদেশে হামলাকে তাঁর শান্তির প্রতিশ্রুতি পালনের একটি 'সক্রিয় উপায়' হিসেবে বিবেচনা করছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। এটি কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে উত্তেজনা বাড়ায়নি, বরং ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে হতাশাও সৃষ্টি করেছে। একাধিক কূটনৈতিক সূত্র বলছে, ন্যাটো এখন মার্কিন কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে, বিশেষ করে বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের সম্ভাবনা নিয়ে।



যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে চাওয়া ভারতীয় শিক্ষার্থীর দুঃশ্চিন্তায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের প্রবাহে যে ভরসাজনক ধারাবাহিকতা ছিল, ২০২৫ সালে এসে তা যেন হঠাৎ করে ধসে পড়েছে। ভিসা প্রক্রিয়ার জটিলতা, সময়সূচির অনিশ্চয়তা, এবং একের পর এক ভিসা প্রত্যাখ্যান সব মিলিয়ে ভারতের শিক্ষার্থীরা হতাশ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায়।

ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সংকট এর ফলে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কমে গেছে। হায়দরাবাদের শিক্ষা পরামর্শকদের মতে, ভিসা সাক্ষাৎকারের জন্য সময়সূচি দীর্ঘদিন স্থগিত থাকার পাশাপাশি হঠাৎ করেই বাড়ছে ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার।

হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, চেন্নাইড়ভারতের বিভিন্ন মেট্রো শহরে অবস্থিত বিদেশে পড়াশোনার পরামর্শকরা বলছেন, গত এক দশকে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়নি। জুন-জুলাই এমন সময় যখন অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভিসা সাক্ষাৎকার শেষ করে ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুতি নেয়। অথচ এবার সেই শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ভিসা পোর্টাল খুলে শুধু দেখছেন— "No appointments available." একাধিক ক্ষেত্রে স্লট বুকিং হলেও নিশ্চিতকরণ ই-মেইল আসছে না, আবার কারও কারও ক্ষেত্রে পুরো বুকিং-ই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

শুধু নতুন আবেদনকারীরাই নন, মার্চ কিংবা ফেব্রুয়ারিতে যারা আবেদন করেছেন, তারাও হঠাৎ করেই ২১৪বি ধারায় ভিসা প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের এই ধারা অনুযায়ী, যদি কেউ নিজ দেশে ফেরার *৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*



দেশে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখেঃ এমজেএফ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ খাগড়াছড়িতে অষ্টম শ্রেণির এক কিশোরী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)। দেশে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখে বলে মনে করছে সংস্থাটি। শুক্রবার (১৮ জুলাই) এক বিবৃতিতে এ কথা জানায় এমজেএফ।

বিবৃতিতে বলা হয়, এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে, দেশে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখে। সামাজিক লজ্জা ও ভয়ের কারণে ভুক্তভোগী প্রথমে মুখ না খুললেও আত্মহত্যার চেষ্টার মাধ্যমে তার মানসিক বিপর্যয়ের গভীরতা সামনে আসে। ১২ জুলাই খাগড়াছড়ির ওই কিশোরী শিক্ষার্থী বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে পরিবারের জিজ্ঞাসাবাদে নির্যাতনের নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১ হাজার ৫৫৫ জন নারী ও কন্যাশিশু। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার ৩৫৪ জন, যার সিংহভাগই শিশু ও কিশোরী। কেবল জুন মাসেই ধর্ষণের শিকার ৬৫ জন, যার মধ্যে ৪৩ জনই শিশু। এমনকি ধর্ষণের পর প্রাণ হারিয়েছে তিনজন, যাদের দুজনই শিশু।

এমজেএফ মনে করে, নারী ও শিশুর প্রতি এমন বর্বরতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমজেএফ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়, এ ঘটনায় যেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হয়। একই সঙ্গে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সব সহায়তা অবিলম্বে নিশ্চিত করতে হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে আর কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। এখনই সময় কার্যকর আইন প্রয়োগ, জনগণকে সচেতন করা এবং পারিবারিক-সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙন রোধে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার। না হলে আরও বহু শিশুর শৈশব পুড়ে ছাই হবে।

এমজেএফ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এই অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই পারে ভবিষ্যতের ধর্ষকদের রুখে দিতে এবং সমাজে ন্যায়বিচার ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে। এখনই সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার।

যুক্তরাজ্যে সম্পত্তির মালিকানা ছাড়ছেন ঢাকার ধনকুবেররা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ঢাকায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্তের মুখে পড়া বাংলাদেশি ধনকুবেররা যুক্তরাজ্যে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করছেন। যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের অনুসন্ধানে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এ নিয়ে গার্ডিয়ান গতকাল শনিবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।


Bangladeshis linked to Hasina regime appear to have made UK property transactions in past year

Call for asset freezes after figures under investigation in Dhaka employed services of UK law firms and consultants

গার্ডিয়ান জানায়, গণঅভ্যুত্থানের পর ঢাকায় তদন্তাধীন কয়েকজন বাংলাদেশি ধনকুবের যুক্তরাজ্যের সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর বা পুনঃঅর্থায়ন করছেন। তাদের লেনদেনগুলোর কারণে যুক্তরাজ্যের আইনি সংস্থা (ল ফার্ম) ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের যাচাই-বাছাইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠান সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের লন্ডনে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া এবং লেনদেনগুলো সহজ করতে সাহায্য করেছে।

যুক্তরাজ্যের ভূমি নিবন্ধন কার্যালয়ের তথ্য অনুসারে, গত এক বছরে ঢাকায় তদন্তাধীন ব্যক্তিদের মালিকানাধীন সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্তত ২০টি 'লেনদেনের আবেদন' জমা পড়েছে। এর মধ্যে চারটি সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তিনটি বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান এবং তিনটি বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানের পরিবারের মালিকানাধীন সম্পত্তি।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সময় নিরাপত্তা বাহিনী শত শত বিক্ষোভকারীকে গুলি করেছে। স্বৈরাচারী নেতা শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রায় এক বছর পূর্ণ হচ্ছে আগামী ৫ আগস্ট। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কোন্দলময় রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এই বেদনাদায়ক পটভূমিতে লন্ডনের নাইটসব্রিজের একটি বিশাল বাড়ি সবার নজর কেড়েছে। বাংলাদেশের আগের সরকারের অধীনে থাকা ক্ষমতাশালী এবং রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ পদ ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় চুক্তি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা লুট করেছেন। তারা লাখ লাখ পাউন্ড যুক্তরাজ্যের প্রপার্টি (সম্পত্তি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন। মূলত এগুলো পাচার করা অর্থ। ঢাকার তদন্তকারীরা তাদের বিষয়ে তদন্ত করছেন।

গত মে মাসে লন্ডনে সালমান এফ রহমান পরিবারের ৯ কোটি পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি জব্দ করেছে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ)। গত বছর গার্ডিয়ান যুক্তরাজ্যে এই পরিবারের সম্পত্তির পোর্টফোলিও প্রকাশ করেছিল। এর তিন সপ্তাহ পর এনসিএ সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ১৭ কোটি পাউন্ডের বেশি মূল্যের সম্পত্তি জব্দ করেছে। তিনি ভূমিমন্ত্রী থাকাকালে বিশাল সম্পদ গড়ে তুলেছিলেন। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৩০০টিরও বেশি (অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে বিলাসবহুল টাউন হাউস পর্যন্ত) সম্পত্তি ছিল।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার আহ্বান জানিয়েছে, যুক্তরাজ্য যেন আরও বেশি সম্পত্তি জব্দ করে। লন্ডনের সম্পত্তি নিয়ে এই পরিস্থিতিকে কেউ বলছেন দুর্নীতিবিরোধী অভিযান, আবার কেউ বলছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ঢাকা থেকে ডরচেস্টার

লন্ডনের পাঁচতারকা হোটেল ডরচেস্টার। এর এক কক্ষের ভাড়া প্রতি রাতে ৮০০ পাউন্ডের বেশি। এই হোটেলকে ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত স্থান বলে নাও মনে হতে পারে। মেইফেয়ার এলাকার হোটেলের বিলাসবহুল কক্ষগুলো জুনের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে আসা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের অস্থায়ী বাসস্থান হয়ে উঠেছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। লন্ডন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে *৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি
ভয় আর অনিশ্চয়তার ছায়ায় অভিবাসীরা

ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালে ফের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর প্রশাসন আবারো কড়া অভিবাসন নীতি গ্রহণ করেছে। আগের মেয়াদের ন্যায় এবারের নীতিমালাও যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের জন্য এক নতুন আতঙ্কের নাম হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা।

নতুন নীতির আওতায় সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে, নির্বিচারে ধরপাকড় চলছে, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে এবং বহু অনথিভুক্ত অভিবাসীর বিরুদ্ধে ফেরত পাঠানোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

> সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো, এসব নীতির কারণে স্কুলগামী শিশু থেকে শুরু করে বহু পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে-তাদের প্রিয়জনকে যেকোনো মুহূর্তে হারানোর শঙ্কা সত্যিকারের এক মনুষ্য সংকট তৈরি করছে। যুক্তরাষ্ট্র বহু জাতি-গোষ্ঠীর মিলনমেলা। এই দেশের মূল শক্তিই তার বৈচিত্র্য আর সহনশীলতা। কিন্তু বর্তমান অভিবাসন নীতি সেই ঐতিহাসিক পরিচয়ে আঘাত করছে। অভিবাসন ইস্যুতে রাজনৈতিক বিভাজনের সুযোগ নিয়ে মানবিকতা ভুলে যাওয়া সভ্যতা ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

অভিবাসীদের মধ্যে এমনও রয়েছেন, যারা বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, পরিবার গড়েছেন, কাজ করছেন-তারপরও তাঁরা নিরাপদ নন। কোর্টে শুনানিতে গিয়েও গ্রেপ্তার হতে হচ্ছে অভিবাসন প্রত্যাশীদের । তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়া জনপ্রতিনিধি কিংবা অভিবাসী অধিকারকর্মী এমনকি নাগরিকদেরও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে । যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

এই নীতির প্রভাব শুধু অভিবাসীদের ওপরই পড়ছে না, বরং এর অভিঘাত পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ, অর্থনীতি ও নৈতিক অবস্থানে। অভিবাসীদের শ্রমে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষি, নির্মাণ, রেস্তোরাঁ, ও স্বাস্থ্যসেবা খাত আজ ভয়াবহ শ্রমঘাটতির আশঙ্কায়।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো, এসব নীতির কারণে স্কুলগামী শিশু থেকে শুরু করে বহু পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে-তাদের প্রিয়জনকে যেকোনো মুহূর্তে হারানোর শঙ্কা সত্যিকারের এক মনুষ্য সংকট তৈরি করছে।

যুক্তরাষ্ট্র বহু জাতি-গোষ্ঠীর মিলনমেলা। এই দেশের মূল শক্তিই তার বৈচিত্র্য আর সহনশীলতা। কিন্তু বর্তমান অভিবাসন নীতি সেই ঐতিহাসিক পরিচয়ে আঘাত করছে। অভিবাসন ইস্যুতে রাজনৈতিক বিভাজনের সুযোগ নিয়ে মানবিকতা ভুলে যাওয়া সভ্যতা ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

আমরা মনে করি, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত একটি মানবিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও টেকসই অভিবাসন নীতি গ্রহণ করা-যা নিরাপত্তার পাশাপাশি মানুষকে মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকারও নিশ্চিত করবে।

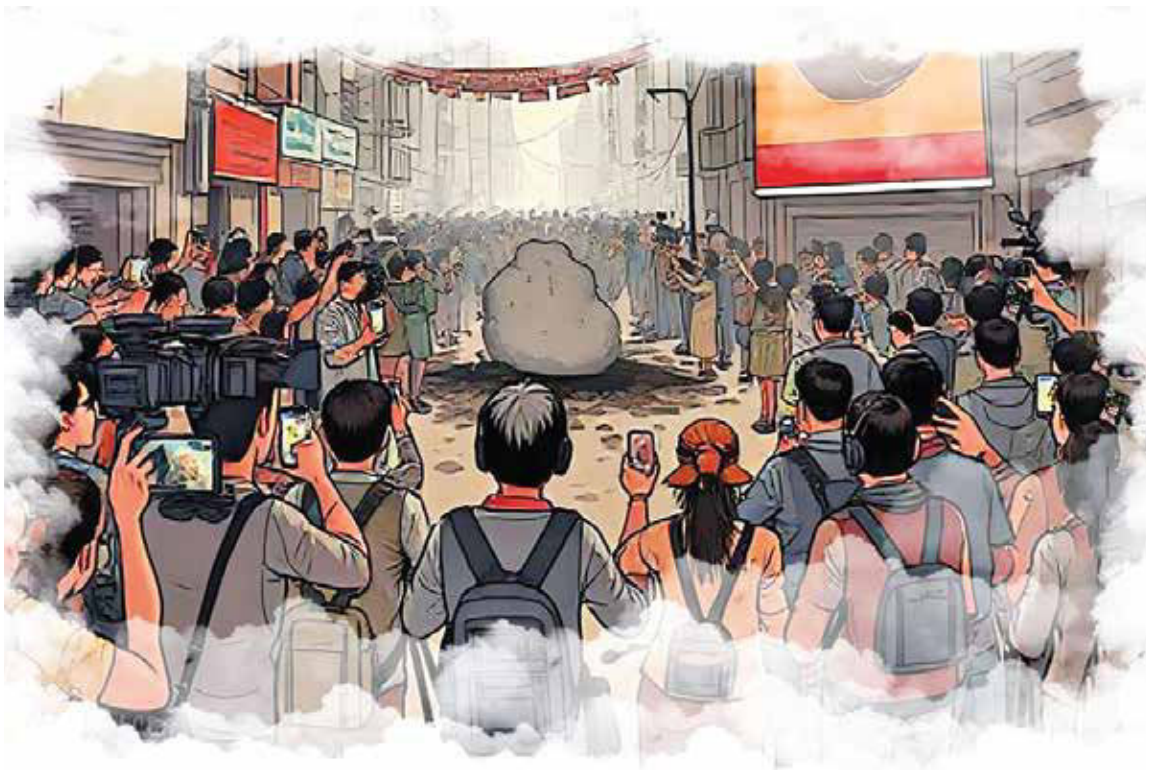


শুটিং চলছে, মামা

স্বপ্না রেজা

সম্প্রতি মিটফোর্ড হাসপাতাল এলাকায় একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ ধরনের বর্বরোচিত লোমহর্ষ হত্যাকাণ্ড ইতিপূর্বে ঘটেছে কি না মনে পড়ে না। একজন ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে মো. সোহাগকে আদিম যুগের আদলে পাথর দিয়ে আঘাত করে, তাঁর নিথর দেহের ওপর লাফিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও সন্দেহ থেকে যায়, আদিম যুগের মানুষের আচরণ এতটাই নির্মম ছিল কি না। পথচারীসহ অনেকেই এই নির্মম, পাশবিক হত্যাকাণ্ড নীরবে দেখেছে, দর্শক হয়ে থেকেছে, যেমনটা অনেক কমবেশি সবাই জানে। কে কাকে কীভাবে খুশি করবে চলচ্চিত্র সেই কাজেও ব্যস্ত।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তথ্যমতে বলা হলো, পল্লী বিদ্যুতের চোরাই তার ব্যবসার দ্বন্দ্বে সোহাগকে হত্যা করা হয়েছে। শঙ্কা তৈরি হলো, চোরাই তারের অজুহাতে নির্মমভাবে হত্যার শিকার সোহাগের পরিবার আদৌ ন্যায্য বিচার পাবে কি না। ইতিপূর্বে সোহাগের মেয়ে অভিযোগ করেছে, তাদের করা মামলার নথিতে তিনজন আসামির নামের জায়গায় নতুন করে নাম সংযুক্ত করা হয়েছে। এমন নাটকীয়তা দর্শকদের চলচ্চিত্রমুখী



চলচ্চিত্র দর্শক পকেটের টাকা দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমা দেখে থাকে। কিন্তু কেউ তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেনি। আসলে সমাজ কোন দিকে এগোচ্ছে!

আগের অনেক ঘটনার মতো সোহাগের হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক আলাপচারিতা চলছে। অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় তুলে ধরে অপরাধের মাত্রা ও ভয়াবহতার কথা বলা হচ্ছে। আমাদের দেশে রাজনীতির সঙ্গে চাঁদাবাজি, ভাগ-বাঁটোয়ারা, টেন্ডারবাজি, দখলদারত্ব শব্দগুলোর জন্মগত সম্পর্ক আছে। ফলে কোনো ঘটনা ঘটলে তার রাজনৈতিক সূত্র ধরে টান দেওয়া হয়। সোহাগ হত্যাকাণ্ডের অনেক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামি নান্নুকেও ধরা হয়েছে। সাধারণত চলচ্চিত্রে দেখা যায়, খুনিদের পোষণকারী হয় রাষ্ট্র বা সমাজের ক্ষমতাধরেরা। যারা রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিক মানদণ্ডে, প্রশাসনিকভাবে ও দুর্নীতিতে শীর্ষস্থানীয়। সেই সূত্র ধরে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, অন্যতম আসামি আদতে এরা নয়, এদের নেপথ্যের অবস্থানকারীরা। যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অপরাধীরা মানুষ হত্যা করে, নানান ধরনের অপরাধ করে ও দৃশ্যমান হয় এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় দোষী সাব্যস্ত হলেও হতে পারে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য চলচ্চিত্রে অন্যতম আসামিকে আটক করা সম্ভব হলেও বাস্তবে সেটা সম্ভব হয় না। কারণ, বাস্তবে তারা সম্পূর্ণভাবে স্ক্রিপ্ট ও স্ক্রিনের বাইরে অবস্থান করে। বরং তারা যা করে সেটা হলো, আপামর জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রকাশ্যে বলে, অপরাধী যে-ই হোক, যে দলের হোক তাকে শাস্তি দিতেই হবে। দক্ষিণি চলচ্চিত্রে পরিষ্কারভাবে অনেক ঘটনা তুলে ধরা হয় যেটা আমাদের চলচ্চিত্র পরিচালকেরা পারেন না। না পারার কারণ তাঁরা ভালো জানে। তবে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে রাজনৈতিক মেরুকরণের কথা করবে, রহস্যের জালে আটকে ফেলবে বলে ধারণা করা যায়।

২. দু-তিনটা চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে এক তরুণীর কথা। যে নাকি বাবা ও মায়ের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে। তরুণী দাবি করছে, সে নাকি নিজের ইচ্ছায় এই জগতে আসেনি। সে এসেছে নাকি বাবা ও মায়ের প্রজনন প্রক্রিয়ায়। ইতিপূর্বে কোনো সন্তানের কাছ থেকে এমন অভিযোগ শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আর যে ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছে, তা-ও যেন সচরাচর শোনা যায় না। কারও জীবনে অনেক ধরনের ঘটনা ঘটলেও বাবা ও মায়ের সম্মান রক্ষা করার প্রচেষ্টা চলে। সন্তানের জীবননাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সেটা আর গোপন থাকে না, প্রকাশ পায়। বাবা কর্তৃক কন্যাসন্তানের ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটলেও সেটা কিন্তু প্রচলিত হয়ে ওঠেনি। হবেও না। কারণ, যারা এমন কাজ করে তারা বিকৃত মানসিকতার পুরুষ। আজ তরুণী যে অভিযোগ তার অভিভাবক সম্পর্কে করছে এবং আদালত প্রাঙ্গণে মিডিয়ার সামনে যে ভঙ্গিতে কথা বলছে, সেটা কিন্তু তার মানসিক সুস্থতার কথা বলে না। তরুণীর ভেতর সেলিব্রিটি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র, বোঝা যায়। বাবা-মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সেলিব্রিটি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানবাধিকারের কোন জায়গায় তাকে শেষ অবধি নিয়ে যাবে, এটা সে ভালো বুঝবে এবং তার নেপথ্যে যারা সক্রিয় আছে, সেটাও ভবিষ্যতে দৃশ্যমান হতে পারে। তার পেছনে কেউ আছে বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। সঙ্গে আছে আমাদের গন্তব্যহীন সমাজব্যবস্থা।

যে দাবি ও অভিযোগ নিয়ে তরুণী আজ তার বাবা-মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিজে ভাইরাল হয়েছে, তাকে পুঁজি করার কথা কেনই-বা ভাববে না অসাধু মানুষ। বয়সে তরুণী, ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলে, স্মার্ট। দু-চার লাইন লিখে এমন একটা আইটেম আপলোড করলেই তো ভিউয়ার্স তরতর করে বাড়বে। আবার অভিনব ঘটনা, গল্পের ভিন্নতা তো কমবেশি সবারই কাম্য, সবাইকে টান দেয়। লাভ, লোভের পরিমাণ যেন এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেয় দৌড়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তরুণীকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে, এতেও কিন্তু সে সেলিব্রিটি হওয়ার পথে, স্ট্যাটাস তার যা-ই হোক। তরুণীর এমন আচরণে অনেকেই অনেক কথা বলছে, গল্প তৈরি করছে এবং সবই নিজেদের মতো করে। আধুনিক যুগের মানুষ যা বলে, সেটাই আধুনিক হয়ে ওঠে। পুরোনো কোনো যুক্তি দিয়ে তার রূপরস কমিয়ে আনা যায় না।

প্রিন্স মামুন, লায়লা কিংবা হিরো আলম, রিয়া মনি, মিথিলাদের কথা মোবাইল ইউজারদের প্রায় অনেকেই জানে বলে ধারণা করা যায়। এরাও যেন একধরনের সেলিব্রিটি। যাই হোক, তরুণীর কোনো অভিযোগকেই তার প্রাণনাশের কারণ বলে মনে হয়নি। যত দূর জানা গেছে, বাবা ও মা, মেয়ের অভিযোগের কোনো প্রতি উত্তর দেননি। মাথা নিচু করে থেকেছেন। দেশের দুটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে তাঁরা চাকরি করেন। একমাত্র সন্তান তাঁদের। এমন ঘটনায় মনে হচ্ছিল, কোনো চিত্রনাট্যকার হয়তো কোনো চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকের সঙ্গে বসে পড়েছেন কীভাবে এমন কাহিনির চিত্রায়ণ করা যায়, কিংবা কী করলে দর্শক সিনেমা হলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

তরুণসমাজ কতটা সুস্থতার সঙ্গে বেড়ে উঠছে, বেড়ে উঠবে, কোনো ধরনের মানসিক অসুস্থতা তাকে গ্রাস করছে কি না। করলে তার ধরন ও কৌশল বিশ্লেষণ করে সুচিন্তিত পরিকল্পনা করার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ কখনো নেওয়া হয়েছে, এমন নজির কিন্তু নেই। সবকিছুতেই পরিবারকে দোষারোপ করা একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। দোষারোপের সময় ভুলে যাওয়া হয় যে, পরিবার সমাজেরই একটা অংশ। আর সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। একটা রাষ্ট্রের সক্ষমতা, সুশাসন, আইনি ব্যবস্থা সবকিছুর প্রতিফলন পড়ে তার সমাজে। আর সমাজ রাষ্ট্রের দায় বহন করে।

ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, সহকারী পরিচালক নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় একদল তরুণ এসে জানতে চাইল, শুটিং চলছে, মামা? লাইটম্যান জবাব দিল, চলবে।

স্বপ্না রেজা, কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক

ব্যাংক লুট ও চোরাচালানের টাকা পাচার বিদেশে!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাইফুজ্জামান চৌধুরী আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা আখতারুজ্জামান চৌধুরীর পুত্র। প্রয়াত আখতারুজ্জামান ছিলেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা অঞ্চলের অন্যতম চোরাচালান সিন্ডিকেটের প্রধান। তার বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি, অনিয়ম এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ ছিল। সেই পথেই উত্থান ঘটে তার পুত্র সাইফুজ্জামান চৌধুরী ওরফে জাভেদের। তিনি ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের টিকিটে এমপি নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালে বিনা ভোটে এমপি হওয়ার পর তাকে ভূমি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে তিনি পদোন্নতি পেয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হন। পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতার জয়গান গেয়েছিলেন। 'ভূমি মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না', 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা' ইত্যাদি নানা স্লোগানে মন্ত্রণালয় ভরিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের একটা ক্লিন ইমেজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয়ে তিনি ছিলেন স্বচ্ছতার প্রতীক। ভূমি মন্ত্রণালয়কে তিনি দুর্নীতিমুক্ত করেছেন বলেও দাবি করতেন। কিন্তু বাইরে ফিটফাট এই ভদ্র মানুষটির আড়ালে ছিল একজন 'মহাদুর্নীতিবাজ' অর্থ পাচারকারী। মজার ব্যাপার হলো, অন্যরা যেমন দুর্নীতির টাকা দিয়ে দেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। বরং তিনি দুর্নীতির টাকা পুরোটাই বিদেশে পাচার করেছেন। বিদেশে তার এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার হদিস পাওয়া গেছে। এসব অর্থ তিনি বিনিয়োগ করেছেন যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, কানাডা, ব্রুনাই, ম্যাকাওসহ বিভিন্ন দেশে। প্রতিটি দেশেই আবাসন খাতে তার বিপুল বিনিয়োগের খবর এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয়। প্রশ্ন উঠেছে কীভাবে সাইফুজ্জামান জাভেদ এ অর্থ পেলেন? বাংলাদেশ প্রতিদিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তার এই অর্থের প্রধান উৎস হলো ব্যাংক লুট এবং চোরাচালান। সাইফুজ্জামান চৌধুরী পৈতৃকসূত্রে ইউসিবি ব্যাংক পেয়েছিলেন। যদিও বিএনপির আমলে এ ব্যাংক হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়ার পর আবারও ইউসিবি ব্যাংক দখল করেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এটিকে মূলত পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত করেন। ইউসিবির সাম্প্রতিক সময়ের অডিটে দেখা গেছে, এখান থেকে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা বেনামে পাচার করেছেন। বেসরকারি খাতের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ২ হাজার কোটি টাকা বের করে নিয়েছে জেনেক্স ইনফোসিসের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আদনান ইমামের চার প্রতিষ্ঠান। এ ঋণ দিতে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা কমিটি কোনো সুপারিশ না করলেও পরিচালনা পর্ষদে তা অনুমোদিত হয়েছে। এর বাইরে যথাযথ প্রক্রিয়া না মেনে জেনেক্স ইনফোসিসের শেয়ার কিনেও লোকসানে পড়ে ব্যাংকটি। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের জুলাই সময়ে এসব অনিয়ম হয়।

ইউসিবিতে যখন এসব অনিয়ম ঘটে, তখন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ওরফে জাভেদের স্ত্রী রুকমিলা জামান ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তার ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী। মোহাম্মদ আদনান ইমাম যুক্তরাজ্যের নাগরিক, সে দেশে আবাসন খাতে তার ব্যবসা রয়েছে। ইউসিবি সূত্রে জানা গেছে, জেনেক্স ইনফোসিসকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংককে শরীফ জহির ইউসিবি ব্যাংক সম্পর্কে একটি চিঠি দিয়েছেন। শরীফ জহিরের চিঠিতে ব্যাংক দখল হওয়ার পর সাইফুজ্জামান চৌধুরী কীভাবে ব্যাংকের চেয়ারম্যানের ভূমিকা পালন করেছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, ২০১৯ সালে নিয়মবহির্ভূতভাবে বড় অঙ্কের ঋণ বিতরণ করা হয়েছে বলে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেড, জেনেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, এ অ্যান্ড পি ভেঞ্চার লিমিটেড, এডব্লিউআর ডেভেলপমেন্ট এবং এডব্লিউআর রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের স্বার্থে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের সুপারিশ ছাড়াই এ ঋণগুলো অনুমোদিত হয় বলে নিরীক্ষায় উঠে এসেছে। এডব্লিউআর ডেভেলপমেন্ট এবং এডব্লিউআর রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান আদনান ইমামের বাবা চৌধুরী ফজলে ইমাম। চিঠিতে বলা হয়, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর চাচাতো ভাই আলমগীর কবীর অপুকে সম্পূর্ণ 'অযৌক্তিকভাবে' ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনিই ব্যাংক কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে নিয়মবহির্ভূত ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ নিশ্চিত করেন। সরকার পতনের পরপরই তিনি বিদেশে পালিয়ে যান এবং ইমেইলের মাধ্যমে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন।

মজার ব্যাপার হলো- 'হোয়াইট কালার ক্রিমিনালরা যেরকম করেন, সেরকমই ধুরন্ধর প্রকৃতির ছিলেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। নিজের নামে কোনো ঋণ নেই, কিন্তু তিনি বেনামে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন এবং সেসব ঋণের টাকা পুরোটাই তিনি আত্মসাৎ করেছেন। ইউসিবি ব্যাংকের সাম্প্রতিক অডিটে দেখা গেছে সেখানে যে খেলাপি ঋণগুলো আছে তার সবটার সঙ্গেই সাইফুজ্জামান চৌধুরী জড়িত। তার সুপারিশে এবং তার সভাপতিত্বে বোর্ড সভায় এসব ব্যক্তিদের ঋণ দিয়েছেন। যারা কোনো না কোনোভাবে তার সঙ্গে সংযুক্ত। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ছিল নামসর্বস্ব, প্যাডসর্বস্ব এবং তাদের ঠিকানাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দিয়ে পুরো টাকাটা নিজে আত্মসাৎ করেছেন এবং পাচার করেছেন। শুধু ইউসিবি ব্যাংক নয়, মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রভাব খাটিয়ে তিনি অন্যান্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন ঠিক তেমনি ইউসিবির চারিত্রিক বৈশিষ্টকেও তিনি তেমনি তৈরি করেছেন। ইউসিবি ব্যাংককে বাইরে থেকে দেখা যায় যে ব্যাংকটি খুব ভালো এবং চমৎকার কাজ করছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যাংকের হিসাবনিকাশে ভয়াবহ গরমিল। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব ব্যাংকের ওপর কঠিন নজরদারি রাখছে তার মধ্যে ইউসিবি অন্যতম। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যে কোনো ঋণগ্রহীতারা ঋণের আবেদন করলে সেই বিষয়টি সাইফুজ্জামান চৌধুরীর কাছে আসত। তিনি ওই ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটা অঘোষিত চুক্তির পর ঋণ প্রদান করতেন। ইউসিবি ব্যাংকের সাম্প্রতিক সময় হিসাবনিকাশে দেখা গেছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তথ্য গোপন করে লাভ দেখানো হয়েছে এবং শেয়ার মার্কেট থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছে।

সাইফুজ্জামান চৌধুরীদের মূল পারিবারিক ব্যবসা হলো চোরাচালান। আনোয়ারা অঞ্চল ছিল বিদেশি মদ এবং মাদকদ্রব্য আনার অন্যতম রুট। শুধু তাই নয়, এই রুটের মাধ্যমে অবৈধ অস্ত্র আসত। এসব অবৈধ অস্ত্র এবং মাদকের লাভ অনেক বেশি। ৫০০ থেকে ১০০০ গুণ লাভের এসব মাদক কেনাবেচা হতো। যার পুরো নিয়ন্ত্রণ করতেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। আর যেহেতু তিনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, সেজন্য এসব মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৫ সালে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় মাদকের বিরুদ্ধে একটি অপারেশন পরিচালনা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। কথা ছিল এক মাসে সব মাদকদ্রব্যের রুট বন্ধ করা হবে এবং মাদক চোরাচালানের উৎসমুখ বন্ধ করা হবে। কিন্তু চার দিনের মাথায় এই অপারেশন বন্ধ করা হয়।

২০১৬ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাপ বাড়ার পর মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আলগা হয়ে যায়। তখন সাইফুজ্জামান চৌধুরীর কপাল আরও খুলে যায়। তিনি তখন তার মাদক এবং অন্যান্য চোরাচালানের সিন্ডিকেট নতুন করে শুরু করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মিয়ানমার থেকে নানারকম মাদকদ্রব্য, অস্ত্র নিয়ে এসে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপার্জন করেন হাজার হাজার কোটি টাকা। আর এ টাকা তিনি পুরোটাই হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করেছেন। আর এ কারণেই মন্ত্রণালয়ে তিনি একটা ক্লিন ইমেজ নিয়েছিলেন। মন্ত্রণালয়ের কাজে তিনি দুর্নীতি করেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো- সাইফুজ্জামান চৌধুরী বিদেশে যে অর্থ পাচারগুলো করতেন, সেই অর্থ পাচারের টাকা দিয়ে বিদেশে তিনি অনেকগুলো কোম্পানি খুলেছেন। যে কোম্পানিগুলোর মূল নিয়ন্ত্রণ ছিল তার কাছে। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব তিনি তার নির্বাচনি হলফনামায় দেননি। সাইফুজ্জামান চৌধুরী হলেন সেই ব্যতিক্রমী অর্থ পাচারকারী এবং দুর্নীতিবাজ, যিনি বাইরে থেকে নিজের একটি ক্লিন ইমেজ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি অর্থ পাচারের নিত্যনতুন কলাকৌশল আবিষ্কার করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। এ মহাদুর্নীতিবাজের এখন যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে একযোগে তদন্ত চলছে। যুক্তরাজ্যে তদন্তের মাধ্যমে তার কিছু সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। বর্তমানে সাইফুজ্জামান চৌধুরী দুবাইতে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করছেন বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

সূত্র বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব

৯-এর পৃষ্ঠায় পর

আগের আলোচনায়ও একই যুক্তি উপস্থাপন করেছে।'

এ প্রসঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, 'যুক্তরাজ্যের মতো দেশেও দলের প্রধান ব্যক্তিই প্রধানমন্ত্রী হন। তবে এটা নির্বাচন নয়, সংসদীয় দলের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সে ব্যক্তি যদি কোনো দলের প্রধান হন, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয় না।' তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের জন্য অপশন খোলা থাকা উচিত। কারণ, এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। পার্লামেন্টারি পার্টি যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। আবার তারা চাইলে অন্য কাউকেও মনোনয়ন দিতে পারে। কিন্তু সেই সুযোগটা রাখা জরুরি।'

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, 'শুধু দলীয় প্রধান হওয়ার কারণে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না-এমন বিধান গণতন্ত্রবিরোধী হবে। এটা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার পরিপন্থী।'

একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা থাকা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব। তিনি বলেছেন, 'একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান এবং সংসদ নেতা (লিডার অব দ্য হাউস) হওয়ায় দেশে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না। আমরা এই প্রথার অবসান চাই।'

আর জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা ও দলের প্রধান-এই তিন গুরুত্বপূর্ণ পদে একই ব্যক্তি বহাল থাকলে রাজনৈতিক ভারসাম্য থাকে না। এতে সংসদ সদস্যরা মুখ খুলতে পারেন না, দলীয় নেতা-কর্মীরাও আতঙ্কে থাকেন।' তাহের বলেন, 'আমরা মনে করি, একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে পারেন, তবে একই সঙ্গে দলের প্রধান থাকা যাবে না। এতে রাজনৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্য ফিরে আসবে, নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরি হবে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে আদালতের রায়ের ওপর বিএনপি আস্থা রাখছে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হলেও বিষয়টি এখনো আপিল বিভাগের রিভিউ পর্যায়ে বিচারাধীন রয়েছে। আমরা আশা করি, আদালতের রায়ের মাধ্যমেই এই ব্যবস্থা আবার চালু হবে।'

আদালতের রায়ে যদি ব্যবস্থা পুনর্বহাল না-ও হয়, সে ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ চাইলে আইন করে নতুনভাবে এই পদ্ধতি চালু করতে পারে বলে উল্লেখ করেন সালাহউদ্দিন। তিনি বলেন, 'বিচার বিভাগকে বিতর্কের বাইরে রাখতে হবে-এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মোটামুটি ঐকমত্য রয়েছে। সেই জায়গা থেকেই আজ কমিশন একটি খসড়া প্রস্তুত করেছে, যা নিয়ে দলীয়ভাবে আলোচনা করে আগামী মঙ্গলবার মতামত জানাতে বলা হয়েছে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনপ্রণালি নিয়ে দলগুলোর প্রস্তাবের বিষয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিএনপি ও অন্য দলগুলো কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে। কমিশন সেগুলো বিশ্লেষণ করে একটি খসড়া প্রস্তুত করেছে। সেই খসড়ায় যদি কারও কোনো সংশোধনী বা পর্যবেক্ষণ থাকে, তারা তা জমা দিতে পারবে। রাষ্ট্রপতিকে প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে রাখার বিষয়ে বিএনপির প্রস্তাব এখন আর নেই বলেও তিনি জানান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব এসেছে বলে জানান সালাহউদ্দিন। এই কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা এবং তৃতীয় বৃহত্তম দলের একজন প্রতিনিধির পাশাপাশি আরও দুজন সদস্য থাকতে পারেন বলে মত দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'কমিটি বিভিন্ন দল বা জনগণের কাছ থেকে প্রস্তাবিত নাম আহ্বান করতে পারবে। এরপর সেগুলোর মধ্যে শর্ট লিস্ট হবে, প্রয়োজনে র‍্যাংকড চয়েস ভোটিংয়ের মাধ্যমেও নির্বাচন হতে পারে।'

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এভাবে একজন নিরপেক্ষ, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া তৈরি করা হচ্ছে। তিনি জানান, ৯০ দিনের জন্য নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের বিধান আগের মতোই থাকবে। জরুরি পরিস্থিতিতে আরও ৩০ দিন সময় বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা কার্যকর হলে প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর মতোই হবে, তবে সীমিত পরিসরে-রুটিন দায়িত্বে সীমাবদ্ধ থাকবে।

সালাহউদ্দিন বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি-বাংলাদেশের বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক প্রথা বিবেচনায় নিয়ে সবাই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। আমরা একটি যৌক্তিক অবস্থানে আসতে পারব বলেই আশাবাদী।'

আজকের আলোচনায় বিএনপি ছাড়াও জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), গণসংহতি আন্দোলনসহ ৩০টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের সঞ্চালনায় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজ। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য সফর রাজ হোসেন, বিচারপতি এমদাদুল হক, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. আইয়ুব মিয়া।

‘অপারেশন রিটার্ন টু মিশন’

শেষ পৃষ্ঠায় পর

আ ই স - এ র ওয়েবসাইট ও লিঙ্কডইনে প্রকাশিত একাধিক ঘোষণায় জানানো হয়েছে, সংস্থাটি ১০,০০০ নতুন অফিসার নিয়োগ দেবে, যাদের বড় বড় শহরে মোতায়েন করে অবৈধ অভিবাসীদের দ্রুত চিহ্নিত ও গ্রেফতারে ব্যবহৃত হবে। এর মধ্যে যারা আগে আইস-এ কাজ করে গেছেন এবং গত পাঁচ বছরের মধ্যে অবসর নিয়েছেন, বিশেষত তারা এই কর্মসূচির আওতায় থাকবেন।

আইস’র বার্তায় বলা হয়েছে, “এটি আমাদের দেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আপনাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের আবার আহ্বান জানাচ্ছি।”

যারা ১ আগস্টের মধ্যে আবেদন করবেন, তারা তিন ধাপে মোট ৩০ হাজার ডলারের বোনাস পাবেন। ফিরে এলেই ১০ হাজার ডলার, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করলে আরও ১০ হাজার এবং পরবর্তী তিন বছরে বছরে ১০ হাজার ডলার করে। পাশাপাশি থাকবে ‘ডুয়াল কম্পেনসেশন ওয়েভার’ সুবিধা, যাতে পেনশনের পাশাপাশি পূর্ণ বেতনও নেওয়া যাবে।

ফিরে আসা কর্মকর্তারা চাইলে ‘ডিপোর্টেশন অফিসার’ বা ‘ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটর’ পদে আবেদন করতে পারবেন। এসব পদের বেতন স্কেল বার্ষিক ৮৮ হাজার থেকে ১ লাখ ৭১ হাজার ডলারের মধ্যে।

আইস জানিয়েছে, ৪ জুলাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষরে ‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট’ পাস হওয়ার পর সংস্থাটির বাজেট তিনগুণ বেড়ে ৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে গ্রেফতার ও নির্বাসনের জন্য এবং ৪৫ বিলিয়ন ডলার রাখা হয়েছে আটক কেন্দ্র সম্প্রসারণে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কর্মকর্তা রবার্ট জে. হ্যামার এক পোস্টে লিখেছেন, “পেনশন ও বেতন একসঙ্গে নিতে চান? সঙ্গে চান ৫০ হাজার ডলারের সাইনিং বোনাস? তাহলে এখনই আবেদন করুন।”

নিউইয়র্ক টাইমস তাদের হাতে পাওয়া একটি ইমেইলের ওই বার্তা তুলে ধরে তাদের প্রতিবেদনে। সেখানে লিখা ছিলো , “আমরা জরুরি ভিত্তিতে সাবেক আইস আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের আহ্বান জানাচ্ছি এখনই ফেরার সময়।” তবে শর্ত হলো, পুরো বোনাস পেতে হলে আবেদন করতে হবে আগামী ১ আগস্টের মধ্যে।

তবে ঠিক কতজন সাবেক কর্মকর্তা এই আহ্বানে সাড়া দেবেন, তা এখনো পরিষ্কার নয়। কিছু ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে লিঙ্কডইনে দেখা গেছে। তবে আইস ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য দেয়নি।

গণ ডিপোর্টেশনের আগ্রাসী পদক্ষেপে ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

‘স্পেশাল ইমিগ্রান্ট জুভেনাইল স্ট্যাটাস’ (SIJS) দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিমালায় পরিবর্তনের ফলে সেটির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা শিশুদের সেই সুরক্ষা থাকছে না। এখন এসব শিশু যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষা করতে পারলেও তারা কর্মসংস্থানের অনুমতি পাচ্ছে না। যেকোন সময় তাদেরকে বিতাড়নের আওতায় আনা হবে। আর এর প্রভাবে প্রায় দেড় লাখ শিশুর ভবিষ্যৎ এখন ঝুঁকির মুখে। এই শিশুদের অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে এসেছিল পারিবারিক নির্যাতন থেকে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দশটি অঙ্গরাজ্যের ইমিগ্রেশন আদালত থেকে ১৭ জন বিচারককে একসাথে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত বিচারক সংগঠনগুলো বলছে, কোনো কারণ না দেখিয়েই এত বিচারককে ছাঁটাই করার ঘটনা নজিরবিহীন। বিচারকদের সংগঠনের দাবি, আদালতগুলো ইতোমধ্যে ৩.৫ মিলিয়ন মামলার বিশাল জট সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। এই মুহূর্তে বরং নতুন বিচারক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন ছিল, বরখাস্ত নয়। ইলিনয়ের সিনেটর ডিক ডারবিন জানিয়েছেন, শিকাগো আদালতের এক বিচারক যিনি তাকে আদালত পরিদর্শনের সময় তথ্য দিয়েছেন, তাকেও বরখাস্ত করা হয়েছে এটি স্পষ্টভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার।

বিশেষ করে যখন অভিবাসন আদালতের পেন্ডিং কেস ৩৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে এবং একেকটি মামলার শুনানির জন্য এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে তখন এই ছাঁটাই বিচার ব্যবস্থাকে আরও সংকটে ফেলবে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

আর তৃতীয় ঘটনায়, অভিবাসী অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে, যেখানে অভিযোগ উঠেছে আইনি শুনানির জন্য যেসব অভিবাসী আদালতে হাজির হন, তাঁদেরই আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করছে আইস এজেন্টরা। এর ফলে অনেকে ভয় পেয়ে আদালতেই যাচ্ছেন না, যা ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। মামলা অনুযায়ী, অনেক সময় বিচারক মামলাটি “পরিবর্তিত পরিস্থিতির” অজুহাতে বাতিল করে দেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা আইস কর্মকর্তারা সেই অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান।

মামলার বাদীপক্ষ বলছে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই নতুন কৌশল পুরো বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখানোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। অভিবাসন আদালত যে এখন আর নিরাপদ জায়গা নয়, সেটিই যেন স্পষ্ট করে দিচ্ছে প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ।

নিউইয়র্কে অভিবাসী ধরপাকড় রেকর্ড বৃদ্ধি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাত্রায় বেড়েছে।

ফেডারেল তথ্য বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, বছরের শুরু থেকে জুনের শুরু পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রেফতারের সংখ্যা ছিল প্রায় আগের বছরের সমান, তবে মে মাস থেকে দৃশ্যপট একেবারে বদলে যায়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ঘোষণা অনুযায়ী বছরে এক মিলিয়ন অভিবাসী বহিষ্কারের পরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছেন, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে নিউইয়র্ক ।

শুধু মে মাসেই গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়েছে ৪৬ শতাংশ। জুনের প্রথম দশ দিনে এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি।

ফেডারেল তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন ১০ পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটি ফিল্ড অফিসের অধীনে মোট ৭,৬১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নিউইয়র্কে আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসীদের মধ্যে এ বছর ৬ মাসে ইউএসসিআইএস তাৎক্ষণিক বহিষ্কারের (এক্সপেডাইটেড রিমুভাল) অর্ডার দিয়েছে ২৮৭ জনকে। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩।

এদিকে সিটির ২৬ ফেডারেল প্লাজা এবং আশেপাশের কোর্ট ভবনগুলোয় প্রতিদিন চলছে এজেন্টদের উপস্থিতি। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, এখন যাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে তাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই কোনো অপরাধের অভিযোগ নেই। এ বছর নিউইয়র্কে মোট গ্রেফতারদের অর্ধেকেরই (প্রায় এক হাজার) বিরুদ্ধে শুধুই অভিবাসন-সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে, যা ফৌজদারি নয়। অথচ বছরের শুরুর দিকে যাদের ধরা হচ্ছিল, তাদের অনেকেই অপরাধে জড়িত ছিলেন। এই পরিবর্তনের শুরু মে মাস থেকে। কোর্ট রুম, চেক-ইন, এমনকি শিশুদের স্কুলেও এজেন্টরা অভিযান চালাচ্ছেন।

এদিকে কোর্ট ও চেক-ইন কেন্দ্রে অহরহ অভিযান চালালেও কর্মস্থলে অভিযান তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়েছে। এ বছর মাত্র পাঁচটি কর্মস্থল অভিযান রেকর্ডে রয়েছে।

অপরাধে দণ্ডিত বা অভিযোগ রয়েছে এমন অভিবাসীদের গ্রেফতারের হার এখন পর্যন্ত কিছুটা বেশি হলেও মে ও জুনের পরিবর্তিত কৌশল সেই চিত্রকে পাল্টে দিচ্ছে। এখন যাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে তাদের একটা বড় অংশের বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ নেই।

মে মাসে শুধুই অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধে গ্রেফতারের সংখ্যা ছিল ২২৩ জন, অপরদিকে অপরাধে দণ্ডিত বা অভিযোগ রয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১৮৬। জুনের প্রথম দশ দিনে এই ব্যবধান আরও বাড়ে ৩৬০ জন অভিবাসী ধরা পড়েন, যাদের মধ্যে অপরাধ সংশ্লিষ্ট গ্রেফতার ১৩৫ জন।

এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেন একজন নিম্নপদস্থ অফিসার। নতুন নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, এখন দেশের যেকোনো প্রান্তে গত দুই বছরে প্রবেশ করা ব্যক্তিকেও এর আওতায় আনা সম্ভব।

নিউইয়র্ক থেকে যেসব অভিবাসী গ্রেফতার হয়েছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইকুয়েডর, এল সালভাদর ও ভেনেজুয়েলার নাগরিক। বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যেও গত বছরের তুলনায় গ্রেফতার বেড়েছে। এ ছাড়া চীন, সেনেগাল, হাইতি ও মেক্সিকোর অভিবাসীদের মধ্যেও গ্রেফতার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

এ বছর গ্রেফতার হওয়া অভিবাসীদের ৮৮ শতাংশই পুরুষ। গড় বয়স ৩৯ বছর। সবচেয়ে বেশি গ্রেফতার হয়েছে ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে। সবচেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তি ৭৩ বছরের, আর সবচেয়ে কনিষ্ঠ একজন শিশুমাত্র চার বছরের, যার সঙ্গে সম্ভবত একজন অভিভাবক ছিলেন।

চায়নাটাউনে গাড়িচাপায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তবে পুলিশ বলছে, সাইকেল আরোহী ছিলেন ৩০ বছর বয়সী একজন পুরুষ এবং নারী পথচারীর বয়স আনুমানিক ৬০ এর কাছাকাছি।

প্রত্যক্ষদর্শী স্যাম কোয়াং বলেন, “আমি শুধু একটি প্রচণ্ড শব্দ শুনলাম, তারপর দেখি পুলিশ ভ্যানটি উড়তে উড়তে গিয়ে storefront-এ ধাক্কা খাচ্ছে।” NYPD ভ্যানটি ‘নিউ ইয়র্ক জুয়েলার্স এক্সচেঞ্জ’-এর সামনের কাঁচ ভেঙে দেয়, তবে দোকানটি সে সময় ফাঁকা ছিল বলে জানিয়েছেন এক কর্মচারী।

দুর্ঘটনার পর গাড়িটির চালক ও যাত্রী দুজনেই ছিলেন কিশোরী বয়সী। ঘটনার পর কৌশলে তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে দেখিয়ে দিলে, পুলিশ তাদের আটক করে।

পুলিশ জানায়, আটক দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তারা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। তবে তদন্তে উঠে এসেছে, গাড়ির চালকের বৈধভাবে গাড়ি চালানোর অনুমতি ছিল না। গাড়িটির প্লেট ছিল উইসকনসিনের এবং এটি স্টেটেন আইল্যান্ডের একটি রেন্টাল কোম্পানি থেকে সময়োত্তীর্ণভাবে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

লস অ্যাঞ্জেলেসে মাঝ আকাশে বোয়িং ৭৬৭

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাম ইঞ্জিন থেকে আগুনের শিখা বের হচ্ছে।

বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই উড়োজাহাজটির ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায় বলে অ্যাভিয়েশন এটুজেডের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই উড়োজাহাজটির ফ্লাইট ক্রু জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বিমানবন্দরে ফিরে আসার প্রস্তুতি নেন। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) উড়োজাহাজটিকে বিমানবন্দরে ফিরিয়ে আনার নির্দেশনা দেয় এবং ভূমিতে জরুরি পরিষেবা দলগুলোকে সতর্ক করে।

ফ্লাইট রাডার ২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, ডিএল ৪৪৬ উড়োজাহাজটি প্রথমে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। এরপর ক্রুদের জরুরি চেকলিস্ট সম্পন্ন এবং নিরাপদে অবতরণের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে এটি ডাউনি এবং প্যারামাউন্ট এলাকার ওপর দিয়ে ঘুরে ইনল্যান্ডে ফিরে আসে।

যাত্রীরা জানিয়েছেন, ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেছিলেন যে ফায়ার ক্রুরা ইঞ্জিনের আগুন নিভে গেছে কি না তা, যাচাই করছেন।

আগুনের কারণ এখনো অজানা। ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উড়োজাহাজটির বয়স প্রায় ২৫ বছর এবং এর ইঞ্জিন জেনারেল ইলেকট্রিক সিএফ ৬।

ডেল্টা এয়ারলাইনসের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে জানিয়েছেন, ডেল্টা ফ্লাইট ৪৪৬ উড়োজাহাজটির বাম ইঞ্জিনে একটি সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়ার পর উড্ডয়নের অল্প সময়ের মধ্যেই লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে আসে।

চলতি বছর ডেল্টা এয়ারলাইনসের এটিই প্রথম দুর্ঘটনা নয়। গত এপ্রিলে অরল্যান্ডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডেলটার আরেকটি উড়োজাহাজে আগুন ধরে গিয়েছিল। ডেল্টা এয়ারলাইনস ফ্লাইট ১২১৩ উড়োজাহাজটি আটলান্টার উদ্দেশে যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নেওয়ার সময় র‍্যাম্পের ওপর থাকা অবস্থাতেই ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। সেই উড়োজাহাজটি ছিল একটি এয়ারবাস এ৩৩০, যেটিতে ২৮২ জন যাত্রী, ১০ জন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট এবং দুজন পাইলট ছিলেন। সেই ঘটনায়ও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

অবৈধভাবে থাকা সবাইকেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাওয়া গেলে গ্রেপ্তার করা হবে।

লায়ন্স আরো বলেন, মেডিকেইডসহ ফেডারেলের সকল দপ্তরে সাথে তথ্য সংগ্রহে কাজ করছে আইস। এতে এখানে কারা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী, কারা বহিস্কারাদেশ পাওয়া ও অবৈধভাবে থাকা অভিবাসীদের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যাবে। কর্মকর্তারা মুখোশ পরেন কারণ তাদের নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে না পড়ে।

টড লায়ন্সের ভাষায়, “এই প্রশাসনের কাছে অভিবাসন ইস্যুটি এখন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। ফলে এর প্রতিটি দিকেই নজরদারি, বিতর্ক ও সমালোচনা থাকবে। তবে আমাদের দায়িত্বও পালনের ক্ষেত্রেও আর কোনো সীমাবদ্ধতা রাখা হবে না।”

৭৯ মিলিয়ন মেডিকেইডধারীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডিএইচএস সহকারী সেক্রেটারী ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন এক ইমেইল বিবৃতিতে এপিকে বলেন, “দুই সংস্থা একটি উদ্যোগ খতিয়ে দেখছে, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় অবৈধ অভিবাসীরা যেন এমন মেডিকেইড সুবিধা না পান।’

এপিকে এক প্রতিক্রিয়ায় সিনেটর অ্যাডাম শিফ বলেন, “লাখ লাখ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যের বিশাল এই স্থানান্তর প্রতিটি আমেরিকানের জন্যই অশনিসংকেত। আমাদের গোপনীয়তা আইনকে এমনভাবে লঙ্ঘন বন্ধ করতেই হবে। এটি দেশের লাখ লাখ পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং মানুষ জরুরি চিকিৎসা নিতে ভয় পাবে।”

সিএমএস বারবার দাবি করেছে, এই পদক্ষেপ মূলত যাতে বিদেশী নাগরিকরা অনুপযুক্তভাবে মেডিকেইড সুবিধা নিচ্ছেন কি না সেটি যাচাই এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু নতুন এই চুক্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে এই তথ্য ব্যবহার করে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত করবে।

তবে এই চুক্তি আইস কর্মকর্তাদের তথ্য ডাউনলোড করার অনুমতি দেয়নি। শুধুমাত্র ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারবে।

গত মাসে মামলাগুলোর জবাবে ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিসেস এর মুখপাত্র অ্যান্ড্রু নিকসন বলেন, “ তাদের দপ্তর পুরোপুরি আইনসঙ্গতভাবে এবং বিদ্যমান সব আইনের আওতায় কাজ করেছে। যাতে নিশ্চিত করা যায় যে শুধুমাত্র আইনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিরাই মেডিকেইড সুবিধা পান।”

এই তথ্য হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আইনপ্রণেতা ও গভর্নররা একে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ভয়ানক উদাহরণ বলে আখ্যা দেন। ইতিমধ্যে ২০টি রাজ্য এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

মামদানি মেয়র হলে নিউইয়র্ক ছেড়ে ফ্লোরিডা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাসা বা অ্যাপার্টমেন্ট মালিকরা রক্ষণাবেক্ষণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। যা দীর্ঘমেয়াদে সিটির আবাসন খাতে বিপর্যয় নেমে আসবে। তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে বেশ কঠিন সুরে জোহরান মামদানির প্রসঙ্গে বলেন “এটা এখন সর্বস্ব বা কিছুই না। আমরা যদি না জিতি, তাহলে আমিও ফ্লোরিডায় চলে যাব।”

এসময় তিনি বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসকে ইঙ্গিত করে বলেন, ২০১৩ সালে মাইকেল ব্লুমবার্গ এর পর সিটি কোন সক্ষম মেয়র পায়নি। এজন্য নিউ ইয়র্ক সিটি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে কুয়োমোর মুখপাত্র রিচ অ্যাজো পার্ডি গণমাধ্যমে জানান, বলেন, “ কুয়োমো কখনোই নিউইয়র্ককে ছেড়ে যাবেন না। একজন অভিজ্ঞতাহীন, শ্লোগানবাজ সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তি নির্বাচিত হলে সিটি কতটা ঝুকিতে পড়বে সেটা বোঝাতেই এ কথাটি বলেছেন।

এর আগে গত ২৪ জুন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে প্রগতিশীল জোহরান মামদানির কাছে হেরে যাওয়ার পর আবারও মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ফেরার ঘোষণা দেন অ্যান্ড্রু কুয়োমো। ১৩ জুলাই সোমবার নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে একটি ভিডিও বার্তায় কুওমো জানান, এই শহরকে বাঁচানোর লড়াই এখনো শেষ হয়নি। জুনের প্রাইমারিতে মাত্র ১৩ শতাংশ নিউইয়র্কবাসী ভোট দিয়েছেন। সাধারণ নির্বাচন নভেম্বরে, আর আমি জয়ের জন্যই লড়ছি।”

হ্যাম্পটনে ওই প্রাতরাশ সভায় উপস্থিত ছিলেন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ধনকুবের ব্রুস মোসলার, সাবেক আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জর্জ টুসনিস, স্টেট অ্যাসেম্বলিওম্যান রেবেকা সিওর রাইটসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ ব্যবসায়ী।

বিশ্লেষকদের ধারণা, মামদানির প্রগতিশীল এজেন্ডা, বিশেষ করে ধনীদের ওপর উচ্চ কর আরোপ, সাশ্রয়ী মুল্যের গ্রোসারী, বাসা ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এমন নির্বাচনী প্রস্তাবে নিউইয়র্কের অনেক মিলিয়োনিয়ার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করে। তারা মামদানীকে ঠেকাতে একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে অন্য কোন বিকল্প পাচ্ছিলেন না। তাদেরই সমর্থনে কুওমোর ফের প্রার্থীতা ঘোষণা। যা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে শনিবারের ধনকুবের ব্যবসায়ীদের সভায়।

কুওমোর ফের প্রার্থীতা ঘোষণায় ও মেয়র অ্যাডামস এবং তরুণ প্রগতীশীল মামদানী এই তিন ডেমোক্র্যোটের লাড়াইয়ে আগামী ৪ নভেম্বরের সিটি মেয়র নির্বাচন বেশ প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ হবে। এমনটাই আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অপ্রতিরোধ্য সাগরিকা, সাফের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক: তিন ম্যাচ মাঠের বাইরে থেকে ফিরে ৪ গোল করলেন সাগরিকা। এমন ম্যাচে ফিরলেন আর গোল করলেন যেখানে তাকে বড্ড প্রয়োজন ছিল।

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা নিশ্চিতের ম্যাচে সোমবার মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ ও নেপাল। বসুন্ধরা কিংস এরিনায় সাগরিকার একক ঝলকে বাংলাদেশ ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয় নেপালকে।

টানা ৬ ম্যাচ জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ ধরে রাখল সাফের শিরোপা। এ নিয়ে বয়সভিত্তিক সাফের পাঁচটিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। ৪ গোল করে ম্যাচ সেরা হয়েছেন সাগরিকা। টুর্নামেন্টে ১০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা পূর্ণিমা রায়।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচে লাল কার্ড পেয়ে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন সাগরিকা। তাতে দলে খুব একটা প্রভাব পড়েনি। বাংলাদেশ পরের ম্যাচগুলো জিতেছে অনায়েসে।



সাগরিকার হ্যাটট্রিকে নেপালকে উড়িয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে



আজ নেপালের বিপক্ষে ড্র করলেই বাংলাদেশের শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত। তবে জয়ের জেদ, শিরোপা উদযাপনের প্রস্তুতি যে বাংলাদেশ নিয়ে রেখেছিল তা মাঠের ফুটবলেই বোঝা যাচ্ছিল।

তবে খেলা শুরুর আগে বিষন্ন ছিল প্রতিটি স্পন্দন। শোকাবহ পরিবেশ ছিল মাঠ জুড়ে। উত্তরায় বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে দুই দলের খেলোয়াড়, অফিসিয়াল ও স্টেডিয়ামে আগত সকলে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন।

স্বাগতিক মেয়েরা সেই শোককে শক্তিতে পরিণত করেন। দাপুটে ফুটবল খেলে নিশ্চিত করে সাফের শিরোপা। প্রথমার্ধে ১ গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে আরো ৩ গোল করেন সাগরিকা। ম্যাচের ৮, ৫১, ৫৮ ও ৭৭ মিনিটে ৪টি করে গোল করেন তিনি।

আসরে এটি সাগরিকার দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। প্রথমটি করেছিলেন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ ম্যাচ জিতেছিল ৯-১ গোলে।

২০২২ সালের পর এবারের সাফেও ছিল না কোনো ফাইনাল। ডাবল লিগ পদ্ধতিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দল হবে চ্যাম্পিয়ন। আজকের জয়ে বাংলাদেশের পয়েন্ট ১৮। নেপালের পয়েন্ট ১২। আগের পাঁচ আসরের চারটিতেই বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার ঘরের মাঠে সংখ্যাটা বাড়াল লাল সবুজের প্রতিনিধিরা।

অলিম্পিক ক্রিকেটে নতুন নিয়ম, এশিয়া থেকে সুযোগ পাবে মাত্র একটি দল!

দীর্ঘ বিরতির পর আবারও অলিম্পিক মঞ্চে ফিরছে ক্রিকেট। তবে এই প্রত্যাবর্তনটা সবাইকে নিয়ে হচ্ছে না। বরং অনেক বড় দলকে ছাড়াই সাজানো হচ্ছে অলিম্পিক ক্রিকেটের ছক। ২০২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে বসতে যাওয়া এই বৈশ্বিক ক্রীড়াযজ্ঞে ক্রিকেটে অংশ নিতে পারবে মাত্র ছয়টি দেশ। তার মধ্যে স্বাগতিক হিসেবে একমাত্র নিশ্চিত দল যুক্তরাষ্ট্র। বাকি পাঁচটি দেশের জায়গা নির্ধারিত হবে ভিন্ন নিয়মে। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি জানিয়েছে, অঞ্চলভিত্তিক র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী চারটি দল পাবে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওসেনিয়া থেকে একটি করে। বাকি একটি টিকিট নির্ধারিত হবে বাছাইপর্বের মাধ্যমে। নারী ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও থাকছে ভিন্নতা। তাদের অলিম্পিক অংশগ্রহণ নির্ধারিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পারফরম্যান্সের ওপর। তবে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের নারী দল আদৌ অংশ নিতে পারবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। অলিম্পিক ক্রিকেট শুরু হবে ২০২৮ সালের ১২ জুলাই, ক্যালিফোর্নিয়ার পোমোনা শহরের ফেয়ারগ্রাউন্ডস স্টেডিয়ামে। পদক নির্ধারিত হবে ২০ ও ২৯ জুলাইয়ের ম্যাচে।



আগামী মৌসুমে কোথায় খেলবেন হামজা

বাংলাদেশ জাতীয় দলের মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরীকে নিয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। গত মার্চে ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয় বাংলাদেশি এই ফুটবলারের। জুনে ভুটানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের প্রথম গোলটিও করেন তিনি। এখন আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি চলায় হামজার মনোযোগ পুরোপুরি আগামী মৌসুমের দিকেই। ধারের মেয়াদ শেষে হামজা ২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য ফিরছেন তার মূল ক্লাব লিস্টার সিটিতেই। বর্তমানে ক্লাবটির সঙ্গে হামজার আরো দুই বছরের চুক্তি রয়েছে। লিস্টার প্রিমিয়ার লিগ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে যাওয়ায় হামজাকে আগামী মৌসুমে ক্লাবটির হয়েই খেলতে হতে পারে। তবে গ্রীসের নামকরা ক্রীড়া গণমাধ্যম স্পোর্টস এফএস জানিয়েছে, গ্রিক সুপার লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন অলিম্পিয়াকোস বাংলাদেশের এই মিডফিল্ডারকে দলে ভেড়ানোর আগ্রহ দেখাচ্ছে। যদি হামজার সঙ্গে অলিম্পিয়াকোসের চুক্তি হয় তাহলে আগামী মৌসুমে তাকে দেখা যাবে চ্যাম্পিয়নস লিগে। তবে আগামী ২০২৫-২৬ মৌসুমে কোথায় দেখা যাবে বাংলাদেশের এই তারকা ফুটবলারকে-তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে ইউরোপিয়ান বড় মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সম্ভাবনা দেশের ফুটবলের জন্য নিঃসন্দেহে বড় সুখবর। এখন দেখার বিষয়, হামজা কি লিস্টারে থেকে দলকে আবার প্রিমিয়ার লিগে তুলবেন, নাকি নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে পাড়ি জমাবেন গ্রীসে।

--ক্রীড়া ডেস্ক

হেসেখেলে পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক: ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং- তিন বিভাগে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে ৭ উইকেটের জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ বাকী থাকতে সিরিজ জয় নিশ্চিত হবে স্বাগতিকদের।

আগামীকালের ম্যাচ জিততে পারলে প্রথম বারের মত পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের ইতিহাস গড়বে বাংলাদেশ।

গত মে মাসে পাকিস্তানের মাটিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল বাংলাদেশ। ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছে টাইগাররা।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের দুই পেসার তাসকিন আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমানের বোলিং তোপে ১৯.৩ ওভারে মাত্র ১১০ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথমবার পাকিস্তানকে অলআউট করল বাংলাদেশ। তাসকিন ২২ রানে ৩টি ও মুস্তাফিজ ৬ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের হাফ-সেঞ্চুরিতে ২৭ বল বাকী থাকতে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ।

মিরপুরের উইকেটে পাকিস্তানের ব্যাটাররা যেখানে সমস্যায় পড়েছে সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাট করেছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে সফরকারী বোলারদের সামনে দাপটের সাথে ব্যাট করেছেন ওপেনার পারভেজ। ৩৯ বলে ৫৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২৩ ম্যাচের লড়াইয়ে বাংলাদেশকে চতুর্থ জয় এনে দেন পারভেজ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের তিন জয়ই এসেছে মিরপুরের ভেন্যুতে। তাই মিরপুরেই সিরিজ দ্বিতীয় ম্যাচ হওয়ায় জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় ম্যাচেও একই পরিকল্পনায় খেলার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। ব্যাট করার জন্য এই উইকেট সহজ নয়। তবে আমরা যেভাবে ব্যাট করেছি, সেটি দুর্দান্ত ছিল।'

আগামীকালের ম্যাচের জন্য বাংলাদেশের একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। কারণ জয় পাওয়া একাদশ নিয়েই খেলতে নামার লক্ষ্য থাকবে স্বাগতিকদের।

সিরিজে টিকে থাকতে হলে দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই পাকিস্তানের। দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া পাকিস্তান। দলের প্রধান কোচ মাইক হেসন বলেন, 'আমরা শুরুটা ভালভাবে করেছিলাম। ফখর জামানের চার-পাঁচটি চমৎকার শটে, আমরা উইকেট সম্পর্কে ভুল ধারণা পেয়েছি।'

মেসি এবং আর্জেন্টিনার হৃদয় ভেঙেছিল জার্মানি

ক্রীড়া ডেস্ক: সেই বেদনামাখা ছবিটা আর্জেন্টিনা ও লিওনেল মেসির ভক্তদের হৃদয়ে ক্ষত হয়ে বেঁচেছিল ২০২২ সাল পর্যন্ত। ২০২২ সালে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ট্রফির ছোঁয়া পাওয়ার মধ্য দিয়ে চিরদিনের আক্ষেপ ঘুচিয়েছিলেন মেসি। ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ শিরোপা ঘরে তুলতে পারলো আর্জেন্টিনা।

২০২২ সালের ৮ বছর আগে, ঠিক আজকের দিনে হৃদয় ভেঙেছিল লিওনেল মেসি এবং আর্জেন্টিনার। পোডিয়ামে যখন রানারআপ দলের সদস্য হিসেবে রুপালি মেডেলটা নিতে যাচ্ছিলেন মেসি, তখনকার একটি ছবি ছিল হৃদয়বিদারক। বিশ্বকাপ ট্রফির পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে যাচ্ছিলেন মেসির মত বিশ্বসেরা একজন তারকা, সে ছবিটা হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছিল আর্জেন্টিনা এবং মেসির কোটি ভক্তের।

২০১৪ সালের ১৪ জুলাই, রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে ফুটবল বিশ্বের আরও একটি ট্র্যাজেডি ঘটেছিল। ১৯৫০ সালে এই মারাকানাতেই ঘটেছিল ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডির ঘটনা। উরুগুয়ের কাছে হেরে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জিততে না পারার পর ঘটা মারাকানাজ্জো নামে সেই ট্র্যাজেডির ঘটনা ব্রাজিলিয়ানদের জাতীয় ইতিহাসে অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে।

২০১৪ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জিততে না পারার ঘটনা আর্জেন্টাইন এবং মেসি ভক্তদের জন্য এক ট্র্যাজেডি।



ম্যাচের ১১৩তম মিনিটে এই শটেই মেসিদের হৃদয়ভাঙা গোলটি করেছিলেন মারিও গোৎসে



ফাইনাল হারের পর নতমুখে হতাশ মেসি

সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে ৭-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে এসেছিল জার্মানি। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। ১৯৯০ বিশ্বকাপের পর মেসির হাত ধরে এই প্রথম ফাইনালে উঠলো আলবিসেলেস্তারা। মেসির প্রথমবার ফাইনালে ওঠার পর তার মত একজন বিশ্বসেরা ফুটবলারের হাতেই বিশ্বকাপ শিরোপাটা দেখতে চেয়েছিল অনেকে।

কিন্তু জার্মানি ছিল খুবই টাফ একটি দল। একঝাঁক দুর্ধর্ষ তারকা ফুটবলারের সমন্বয়ে গড়া জোয়াকিম লো'র জার্মানি। অন্যদিকে আলেহান্দ্রো সাবেলার অধীনে মেসিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভরসা আর্জেন্টিনা দলে। অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া ইনজুরির কারণে ফাইনাল খেলতে পারেননি। দলে ছিলেন গঞ্জালো হিগুয়াইন। যাকে অনেকেই মজা করে বলতেন 'মিস্টার মিস মাস্টার'। হিগুয়াইন যে সহজ সুযোগগুলো মিস করেছিলেন, সেগুলো মিস না করলে হয়তো ২০১৪ সালেই গল্পটা ভিন্নভাবে লেখা যেতো।

সেই বিশ্বকাপের পর শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, বেশ কিছুদিন ঘুমাতেও পারেননি।

রুবেল-রহিমা দম্পতির হজ্ব থেকে ফেরায় রিসিপশন পার্টি

শেষ পৃষ্ঠায় পর পারিবারিক রিসিপশন পার্টির আয়োজন করা হয়। এ সারপ্রাইজ রিসিপশন পার্টি আয়োজন করেন পরিবারের সদস্য করিমা , খোকা, বাবলি, হেপি, সুমন, মুন্নি। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং মিডো পার্কে অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে চমৎকার এ আয়োজনে পারিবারিক মিলন মেলায় পরিণত হয়। আয়োজিত এ পার্টিতে ছিল বারবিকিউ ছাড়াও নানা ধরনের স্বুস্বাদু বাঙালি খাবারের আয়োজন। এছাড়াও ছিলো বাচ্চাদের নানা খেলাধুলা ও সকলের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা। পারিবারিক এই অনুষ্ঠানে অনেক আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন, অন্যান্যদের সাথে এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন, টাইম টেলিভিশনের পরিচালক সৈয়দ খসরু। পরিশেষে রুবেল-রহিমা দম্পতি সকলকে সারপ্রাইজ পার্টির জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।









ওয়েস্টপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইসেন্স পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে কমপ্লেক্ট এডিনিটর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)

বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে

(Operate by JH office)

OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Crow St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

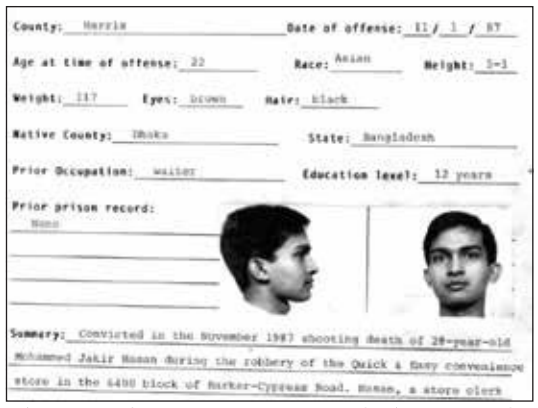
- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্টাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

টেক্সাসে এক বাংলাদেশীকে হত্যার অভিযোগে আরেক বাংলাদেশী মৃত্যু দন্ডাদেশ নিয়ে কারাগারে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের হিউস্টনে এক বাংলাদেশীকে হত্যার অভিযোগে আরেক বাংলাদেশী আদালতের রায়ে মৃত্যু দন্ডাদেশ নিয়ে প্রায় ৩১ বছর ধরে কারাগারে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ ঘটনার খবরে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি জনমনে নানা প্রশ্নও উঠেছে। জানা গেছে হিউস্টনের একটি কনভিনিয়েন্স স্টোরে মোহাম্মদ হাসান ও সৈয়দ রাব্বী নামের দুই বাংলাদেশী কাজ করছেন। সেখানে কাজ করার এক পর্যায়ে সৈয়দ রাব্বীর হামলায় মোহাম্মদ হাসান হত্যার শিকার হন। ২৮ বছর বয়সী সহকর্মী মোহাম্মদ হাসানকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সৈয়দ রাব্বানী ১৯৮৮ সাল থেকে কারাগারে আছেন। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে দায়ের করা রাব্বানীর প্রাথমিক আপিলটি প্রায় ৩০ বছর ধরে বিচারাধীন রয়েছে।


County: Harris Date of offense: 11 / 1 / 87
Age at time of offense: 22 Race: Asian Height: 5-3
Weight: 117 Eyes: brown Hair: black
Native County: Dhaka State: Bangladesh
Prior Occupation: waiter Education level: 12 years
Prior prison record:
None
Summary: Convicted in the November 1987 shooting death of 28-year-old Mohammed Jakir Hasan during the robbery of the Quick & Easy convenience store in the 6400 block of Barker-Cypress Road. Hasan, a store clerk

জানা যায়, হিউস্টনের হ্যারিস কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট ক্লার্কের অফিস আপিলটি পুনরায় আবিষ্কার করে এবং ২০২২ সালে পর্যালোচনার জন্য ফৌজদারি আপিল আদালতে প্রেরণ করে।

পরবর্তীতে ২০২৩ সালের নভেম্বরে, টেক্সাসের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত মোহাম্মদ হাসানকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সৈয়দ রব্বানী-কে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন। সৈয়দ রব্বানী বর্তমানে কারাগারেই আছেন বলে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।

এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা ও দলীয় প্রধান

বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক: একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা ও দলীয় প্রধান- এই তিন গুরুত্বপূর্ণ পদে একসঙ্গে থাকার পক্ষে মত বিএনপির। তবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব হলো একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে কেবল একটি পদে থাকতে পারবেন। কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) কয়েকটি দল। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর মত, একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে তিনটি পদে নয়, বরং দুটি পদ (প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা) থাকতে পারবে।

আজ রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বিতীয় ধাপের ১৫তম দিনের আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার দায়িত্ব একসঙ্গে পালন নিয়ে খুব একটা মতভেদ নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে দলীয় প্রধানও হবেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আমাদের দল লিখিত প্রস্তাব দিয়েছে এবং ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। দোয়েল হল, ফরেন সার্ভিস একাডেমি ২০ জুলাই, ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে চাওয়া ভারতীয় শিক্ষার্থীর দুঃশ্চিন্তায়

৩-এর পৃষ্ঠায় পর যথাযথ প্রমাণ দেখাতে না পারেন, তাহলে তাঁকে অস্থায়ী ভিসা দেওয়া হয় না। অথচ শিক্ষার্থীরা বলছেন, আগের বছরগুলোর তুলনায় তাদের প্রোফাইল বা ডকুমেন্টেশনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং যাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ব্যতিক্রম নেই, তাঁদেরও ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান উইন্ডো ওভারসিজ ও আই ফিভার কনসালটেন্সির কর্মকর্তারা বলছেন, অনেকে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের আবেদন বাতিল করে ইতোমধ্যেই জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এক শিক্ষার্থীর কথায়, "পুরো একটি বছর শুধু অপেক্ষার পেছনে নষ্ট করার মানে হয় না। আমি এখন জার্মানির জন্য নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছি।"

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৩ সালে ভারত ৩ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে চীনকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থানে উঠে আসে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১১ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় শিক্ষার্থী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করছেন, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এখনও অন্যতম শীর্ষ গন্তব্য ছিল। কিন্তু ২০২৫ সালের এই সংকট শিক্ষার্থীদের বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য করছে।

এমন অবস্থায় হায়দরাবাদে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট জানিয়েছে, সীমিতভাবে কিছু ভিসা স্লট আবার খোলা হয়েছে, তবে তারা সরাসরি সতর্ক করে দিয়েছে স্লট পেতে হলে শিক্ষার্থীদের সময়ের আগে আবেদন করতে হবে এবং দীর্ঘপ্রসারিত প্রক্রিয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী লাখো ভারতীয় শিক্ষার্থীর স্বপ্ন এখন অনিশ্চয়তার ধুলোর ভেতর ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই ধাক্কার প্রভাব শুধু শিক্ষার্থীর উপর নয়, ভারতের অভিবাসন ও বৈদেশিক শিক্ষা খাতের ওপরও পড়ছে বড়সড়ভাবে। বর্তমান পরিস্থিতি এভাবেই চলতে থাকলে, ইউরোপ-ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে ভারতীয় তরুণদের অভিবাসনের স্রোত আরও বাড়বে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে সম্পত্তির মালিকানা ছাড়ছেন ঢাকার ধনকুবেররা

৩-এর পৃষ্ঠায় পর গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি বসবাস করে। ঢাকার তদন্তকারীরা জানান, অর্থ পাচারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ খুঁজে বের করার জন্য তারা যুক্তরাজ্যের কাছে সহায়তা চেয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন।

পাচার করা সম্পদ ফেরানো দলের নেতৃত্ব দেওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানান, তিনি সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সালমান এফ রহমানদের বিরুদ্ধে জারি করা উদ্যোগের মতো আরও পদক্ষেপ চান। গভর্নর বলেন, আমরা সম্পদ হস্তান্তর বা বিক্রয় চেষ্টার বিষয়ে সতর্ক। আমরা যুক্তরাজ্যের সরকারকে আরও সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাই। এর মাধ্যমে সম্পদ ফেরাতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমরা উৎসাহ পাব।

দুদক চেয়ারম্যানও যুক্তরাজ্যের প্রতি একই আহ্বান জানিয়েছেন। গত মাসে সংস্থাটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রপার্টি মার্কেটের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এনসিএকে বেশ কয়েকজন ব্যক্তির সম্পদ জব্দ করার আবেদন বিবেচনা করতে বলেছেন।

জব্দ হবে, নাকি হবে না

যুক্তরাজ্যের ভূমি নিবন্ধন কার্যালয়ের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত এক বছরে ঢাকায় তদন্তের মুখে পড়া ব্যক্তিদের সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্তত ২০টি 'লেনদেনের আবেদন' জমা পড়েছে। এ-সংক্রান্ত নথিগুলো সাধারণত বিক্রি, হস্তান্তর বা বন্ধক নির্দেশ করে।

এর মধ্যে তিনটি সম্পত্তির দাম দুই কোটি ৪৫ লাখ পাউন্ড। এগুলো বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন। এই পরিবারটি সিমেন্ট থেকে শুরু করে মিডিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত শতকোটি পাউন্ডের শক্তিশালী ব্যবসার মালিক।

নাইটসব্রিজের একটি চারতলা টাউন হাউস নিয়ে সম্প্রতি দুটি লেনদেন হয়েছে। এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। গত বছরের এপ্রিল পর্যন্ত এটি বসুন্ধরার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরের সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক একটি কোম্পানির মালিকানাধীন ছিল। গার্ডিয়ান জানতে পেরেছে, বিভিন্ন অভিযোগে দুদকের তদন্তের মুখে পড়া কয়েকটি পরিবারের সদস্যের মধ্যে সায়েম সোবহান একজন।

গত এপ্রিলে সম্পত্তিটি বিনামূল্যে যুক্তরাজ্যের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্রুকভিউ হাইটস লিমিটেডে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ব্রুকভিউর মালিক রিয়েল এস্টেট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অরবিস লন্ডনের একজন পরিচালক। এদের লিচেনস্টাইন ও সিঙ্গাপুরে কার্যালয় রয়েছে। এর আগেও এরা সায়েম সোবহানের সম্পত্তি লেনদেনে কাজ করেছে।

লন্ডনের বাড়িটি পরে ৭৩ লাখ পাউন্ডের বেশিতে একটি নতুন কোম্পানির কাছে বেচা হয়েছে। এর একমাত্র পরিচালক একজন হিসাবরক্ষক। তাঁর কোনো অনলাইন প্রোফাইল নেই। এই হিসাবরক্ষক একাধিক কোম্পানির মালিক এবং পরিচালক হিসেবে নিবন্ধিত। কয়েক লাখ পাউন্ডের লন্ডনের সম্পত্তির দালাল বলে মনে হয়।

ভূমি নিবন্ধন কার্যালয়ের নথি অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের আইনি সংস্থাগুলো সায়েম সোবহান আনভীর পরিবারের আরেক সদস্য সাফিয়াত সোবহানের মালিকানাধীন সম্পত্তিগুলোর জন্য আরও দুটি লেনদেনের আবেদন করেছে। এর মধ্যে সারে এলাকার ভার্জিনিয়া ওয়াটারে অবস্থিত একটি ৮০ লাখ পাউন্ড মূল্যের বাড়ি রয়েছে। এই পরিবারের একজন সদস্যের কাছে গার্ডিয়ান মন্তব্যের অনুরোধ জানালেও তিনি সাড়া দেননি। তবে এর আগে পরিবারটি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছিল এবং অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে জানিয়েছিল।

সোবহান পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাজ্যের এমন কিছু সম্পত্তি মালিকদের মধ্যে রয়েছেন, যাদের সম্পদ এনসিএকে জব্দ করার বিষয়ে বিবেচনা করতে বলেছে দুদক।

সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে নিয়ে তদন্তের অংশ হিসেবে দুদকের জালে আরও দুজন ব্যক্তি এসেছেন। দুজনই গত এক বছরে একাধিক সম্পত্তির চুক্তি করেছেন। একজন হলেন তাঁর ভাই আনিসুজ্জামান এবং অন্যজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি এক প্রপার্টি ডেভেলপার। এই ব্যক্তির নাম গার্ডিয়ান প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভূমি নিবন্ধন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, আনিসুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন চারটি সম্পত্তি সম্প্রতি মার্কেটে সক্রিয় হয়েছে। এর মধ্যে গত জুলাইয়ে সেন্ট্রাল লন্ডনের রিজেন্টস পার্কের পাশে ১ কোটি পাউন্ড মূল্যের একটি জর্জিয়ান টাউন হাউস বেচা হয়েছে। এর পর থেকে আরও তিনটি আবেদন জমা পড়েছে। এগুলো পুনঃঅর্থায়ন সম্পর্কিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। আনিসুজ্জামান চৌধুরীর আইনজীবীরা জানান, তাঁর কোনো সম্পদ জব্দ করার বৈধ কারণ থাকতে পারে না। রিজেন্টস পার্কের সম্পত্তি বিক্রির চুক্তি ২০২৩ সালে অভ্যুত্থানের আগে হয়েছিল।

সাইফুজ্জামান লন্ডনের সম্পত্তির ডেভেলপারকে ঋণ পেতে সাহায্য করেছিলেন কিনা, তা তদন্ত করতে এর আগে দুদককে অনুরোধ করেছিলেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান। সম্প্রতি বাংলাদেশের আদালত এই ডেভেলপারের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তবে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সালমান এফ রহমানের ছেলে এবং ভাতিজার মালিকানাধীন সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত আরও তিনটি লেনদেনের আবেদন রয়েছে। সালমান বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম গ্রুপ বেক্সিমকো পরিচালনা করতেন। আহমেদ শায়ান রহমান এবং আহমেদ শাহরিয়ার রহমান দুদকের তদন্তের মুখে রয়েছেন। মেইফেয়ারের গ্রসভেনর স্কয়ারে অবস্থিত তিন কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড মূল্যের একটি অ্যাপার্টমেন্টসহ তাদের কিছু সম্পত্তি গত মাসে এনসিএ জব্দ করেছে।

সালমান এফ রহমান পরিবারের আইনজীবীরা জানান, তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তারা আরও বলেছেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তারা যুক্তরাজ্যে যে কোনো তদন্তে সহযোগিতা করবেন।

দুর্নীতি ও কর পরীক্ষা করে এমন একটি সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের চেয়ারম্যান ও যুক্তরাজ্যের এমপি জো পাওয়েল বলেন, এ ধরনের তদন্ত দ্রুত এগিয়ে নেওয়া উচিত। ইতিহাস আমাদের বলে, তদন্ত চলাকালে যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে সম্পদ দ্রুত বিলীন হয়ে যেতে পারে। তিনি এরই মধ্যে এনসিএর পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে এটিকে 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাল প্রসারিত করার' আহ্বান জানিয়েছেন।

জো পাওয়েল এমপিদের একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা সন্দেহজনক লেনদেন এবং সেই সম্পদ স্থানান্তরে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের আবাসস্থল হিসেবে লন্ডনের খ্যাতিকে লক্ষ্যবস্তু করেছেন। বিশেষ করে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর অলিগার্কদের ওপর নতুন করে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

এনসিএর লক্ষ্যবস্তু হওয়া বা দুদকের নাম উল্লেখ করা ব্যক্তিদের জন্য কাজ করা একাধিক ল ফার্মের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। রহমানদের মালিকানাধীন সম্পত্তির ওপর আবেদন জমা দিয়েছে আইনি সংস্থা জাসওয়াল জনস্টন। এর একজন মুখপাত্র বলেছেন, সংস্থাটি কোনো বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিল না। তারা যাচাই-বাছাইয়ের বাধ্যবাধকতাকে 'অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে' বিবেচনা করে।

রহমানদের তিন কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি এবং সোবহান পরিবারের একজন সদস্যের মালিকানাধীন আরও একটি ৮০ লাখ পাউন্ড মূল্যের বাড়ি লেনদেনের জন্য আবেদন করেছিল আইনি সংস্থা মেরালি বিডল। তারা কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একজন মুখপাত্র বলেন, পেশাদার আইনি সংস্থাগুলোর তদন্তাধীন গ্রাহকদের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাদের সম্পদের উৎস সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করা উচিত এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে অবিলম্বে পুলিশকে জানানো উচিত। দ্রুত পদক্ষেপ ছাড়া এই বিনিয়োগ আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় বিলীন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তবে দুদক তাদের তদন্ত সম্পর্কে মন্তব্য করতে চায়নি।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংশোধিত প্রস্তাব: আলী রীয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা:* প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সংশোধিত প্রস্তাব জাতীয় ঐকমত্য কমিশন উপস্থাপন করেছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেছেন, 'সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচন করার ব্যবস্থাটি বাতিল করে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে (তত্ত্বাবধায়ক) যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমরা সেখানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছি। সেই সরকারের (তত্ত্বাবধায়ক) প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়ে একটি সংশোধিত প্রস্তাব দিয়েছে কমিশন।'

আজ রোববার (২০ জুলাই) ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় ধাপের ১৫তম দিনের সংলাপ শেষে এসব কথা বলেন আলী রীয়াজ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আলী রীয়াজ বলেন, 'সব রাজনৈতিক দলই এই ব্যাপারে একমত, নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের তিন উপ-অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। সংশোধিত ভাষ্য হবে, ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান, যা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচন করার ব্যবস্থাটি ছিল, সেটা বাতিল করে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমরা সেখানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছি।'



জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি। ছবি: সংগৃহীত

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বিএনপি, এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কমিশন সংশোধিত প্রস্তাব দিয়েছে জানিয়ে আলী রীয়াজ বলেন, 'অধিকাংশ দল মনে করেছে, এই সংশোধিত প্রস্তাবের মধ্যে গত কয়েক দিনের আলোচনার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যেসব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোকে সমন্বিত করা সম্ভব হয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রকম আলোচনার মধ্য দিয়ে কিছু সংশোধন সংযোজনের প্রশ্নটা ওঠে এবং সেই লক্ষ্যেই সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই কমিশন দিনের মাঝামাঝি সময়ে বৈঠক করেছে। বৈঠক করে আরেকটি সংশোধিত সমন্বিত প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে। এ প্রস্তাবে বিস্তারিতভাবে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের পদ্ধতি বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবের অধিকাংশ বিষয়ে দলগুলো একমত হয়েছে।'

কমিশনের সহসভাপতি আরও বলেন, 'চার দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে কমিশন একটি সংশোধিত প্রস্তাব হাজির করে। এই প্রস্তাবের একটি লিখিত ভাষ্য তৈরি করা হয়েছে এবং বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ওই লিখিত প্রস্তাব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছে দেওয়া হয়েছে। তারা ওই খসড়া প্রস্তাবটি নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করে আগামীকাল আমাদের মতামত জানাবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করছি, পরশু এ বিষয়ে কমিশনের অবস্থান বা একমত হওয়ার জায়গাটা বলতে পারব।'

আলী রীয়াজ বলেন, 'উচ্চকক্ষের বিষয়ে একাধিক দিন আলোচনা হয়েছে। উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোনো ভিন্নমত নেই। তবে কীভাবে হবে, সে বিষয়ে দুটো মত রয়েছে এবং এই মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের কাছে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কমিশন ইতিমধ্যে এটা নিয়ে আলোচনা করেছে।'

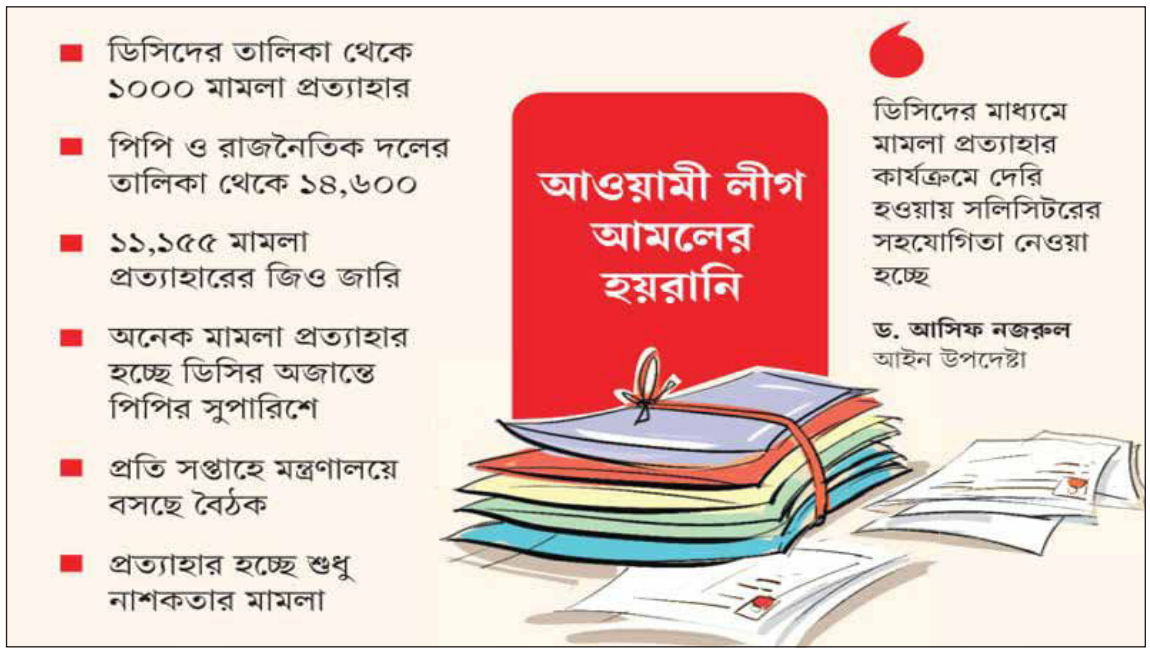
রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে ধীরে চলছে জেলা কমিটি

দেলওয়ার হোসেন : আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দায়ের হওয়া রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার কার্যক্রমে ধীরে চলছিল জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বাধীন কমিটি। অনেক জেলায় সাড়ে ৯ মাস ধরে মামলার যাচাই-বাছাই চলছিল। এ অবস্থায় নতুন নিয়োগ পাওয়া জেলা ও মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটরদের (পিপি) সরাসরি মামলা প্রত্যাহারে সুপারিশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখন পিপির মাধ্যমে আবেদন পেয়ে মামলা প্রত্যাহারের সরকারি আদেশ (জিও) জারি করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জেলা কমিটির অজান্তে অনেক মামলা প্রত্যাহার হচ্ছে।

আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ডিসি ও পিপিরা গত সাড়ে ৯ মাসে ১৬ হাজার ৯৪০টি রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন পাঠিয়েছিলেন। পরে আইন মন্ত্রণালয় ২১টি সভা করে ১৫ হাজার ৬০০টি মামলা প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করে। এর মধ্যে ডিসিদের পাঠানো মামলার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। বাকি ১৪ হাজার ৬০০টি মামলা পিপি ও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তথ্য পেয়ে প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করা হয়। এসব মামলার মধ্যে ১৭তম সভা পর্যন্ত জিও জারি করা হয়েছে ১১ হাজার ১৫৫টির।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারে গত ২২ সেপ্টেম্বর দুটি কমিটি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ। এর একটি জেলা পর্যায়ের, অন্যটি মন্ত্রণালয়ের কমিটি। জেলা কমিটির সভাপতি ডিসি বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সদস্য সচিব অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সদস্য পুলিশ সুপার (মহানগরের জন্য পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার) ও পাবলিক প্রসিকিউটর। হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের জন্য জেলা কমিটির সভাপতির কাছে আবেদনের শেষ সময় ছিল গত ৩১ ডিসেম্বর।

জেলা কমিটির কাছ থেকে সুপারিশপ্রাপ্তির পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রত্যাহারযোগ্য মামলা চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত ও মামলা প্রত্যাহার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল মন্ত্রণালয়ের কমিটির। সেই কমিটির সভাপতি আইন উপদেষ্টা। তবে আবেদনের শেষ সময় পর্যন্ত জেলা কমিটি থেকে মামলা প্রত্যাহারের কোনো তালিকা পায়নি মন্ত্রণালয়। সময় শেষ হওয়ার পর কয়েকজন জেলা প্রশাসক তালিকা পাঠাতে শুরু করেন। এ পরিস্থিতিতে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত আবেদনের সময় বাড়ানো হয়। হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের জন্য এখন প্রতি সপ্তাহে আইন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বৈঠকে বসছেন।



এ ব্যাপারে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল সমকালকে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হয়রানিমূলক মামলার কারণে বিরোধী রাজনৈতিক দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী ছিলেন ঘরছাড়া। এমন নেতাকর্মীও আছেন, যার নামে শতাধিক মামলা। অন্তর্বর্তী সরকার এসব হয়রানিমূলক মামলা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৪৯৪ ধারা অনুযায়ী প্রত্যাহার করছে। ডিসিদের মাধ্যমে মামলা প্রত্যাহার কার্যক্রমে দেরি হওয়ায় সলিসিটরের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।

ডিসিদের অনীহা

বেশির ভাগ ডিসি মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব না পাঠানোর কারণে আইন মন্ত্রণালয় সলিসিটরের মাধ্যমে প্রত্যাহারযোগ্য মামলার তালিকা সংগ্রহ শুরু করেন। সলিসিটরের কাছে যে কোনো ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল ও পিপি রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার তালিকা পাঠাতে পারছেন। সে তালিকা থেকে মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হচ্ছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রথম সভায় শুধু মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ও নড়াইল থেকে মাত্র চারটি মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব এসেছিল। দ্বিতীয় সভায় মাগুরা ও ঝিনাইদহ থেকে ৬৪টি মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন ডিসিরা। এর মধ্যে প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয় ৫৩টি।

তৃতীয় সভায় নড়াইল ও ঝিনাইদহ থেকে ২২৩টি ও সলিসিটর থেকে ১০২৮টি মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব আসে। মন্ত্রণালয় সলিসিটরের সব মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করলেও দুই ডিসির পাঠানো ২২৩ মামলার মধ্যে সুপারিশ করা হয় ১৮৬টি। চতুর্থ সভায় শুধু নাটোর থেকে ১টি, পঞ্চম সভায় বরিশাল ও ঝিনাইদহের ছয়টি, ষষ্ঠ সভায় গোপালগঞ্জের ৭টি, সপ্তম সভায় খুলনার ছয়টি, অষ্টম সভায় চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়ের সাতটি, নবম সভায় ঠাকুরগাঁও, ঝালকাঠি ও নড়াইলের ৭৪টি, ১০ম সভায় নোয়াখালী, ঝিনাইদহ ও পটুয়াখালীর ১৪টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। চতুর্থ থেকে ১০ম সভা পর্যন্ত পিপিদের পাঠানো ছয় হাজার ১১৮টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

১১ থেকে ২১তম সভা পর্যন্ত ডিসিদের পাঠানো ৬৫০টি এবং পিপি ও রাজনৈতিক দলের প্রায় সাড়ে আট হাজার মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বশেষ ২১তম সভায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডিসি ৪০৭টি মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তবে প্রস্তাবের সঙ্গে কোনো কাগজপত্র না পাঠানোর কারণে নথি আবার ফেরত পাঠিয়েছে মন্ত্রণালয়। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এহসান মুরাদ সমকালকে বলেন, মামলা প্রত্যাহারের জন্য যা যা প্রয়োজন আমরা সবকিছু পাঠিয়েছি। মন্ত্রণালয় আরও প্রমাণ চাইতে পারে। নথি ফেরত এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইন ও বিচার বিভাগের (সলিসিটর উইং) সলিসিটর রাফিজুল ইসলাম সমকালকে বলেন, মামলা যাচাই-বাছাই করে আমরা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাচ্ছি। পরে মন্ত্রণালয় প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। জিও জারি করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বেশির ভাগ মামলা পিপিরা পাঠিয়েছেন। কিছু মামলার তালিকা বিএনপি, জামায়াত ও হেফাজতে ইসলাম দলীয়ভাবে দিয়েছে।

ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমান বলেন, 'মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে একটা সভা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলমান। শিগগির আরও একটা সভা হতে পারে। এর মধ্যে ৭ জুলাই আমার দায়িত্ব পরিবর্তন হয়ে গেছে।'

গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালমা খাতুন বলেন, মামলাগুলো ভালোভাবে যাচাইয়ের জন্য জেলা ও মহানগর পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাদের মতামত পেলে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এসব মামলা প্রত্যাহারে পুলিশের কাছ থেকে মতামত নিতে বলা হয়নি, এরপরও কেন পুলিশের কাছে পাঠিয়েছেন? এমন প্রশ্নে সালমা খাতুন বলেন, পুলিশ সদস্যরা বৈঠকে বলেছেন, মামলাগুলো পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। এ জন্য পাঠানো হয়েছে। একইভাবে কুড়িগ্রামের ডিসি নুসরাত সুলতানা কয়েকটি মামলা পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা পুলিশের কাছে পাঠিয়েছেন। একই মামলা জেলার পিপির মাধ্যমে পেয়ে প্রত্যাহারের জিও জারি করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জেলা প্রশাসক সমকালকে বলেন, রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা খুন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মতো মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ আসছে। অথচ মামলাগুলো যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।

মামলা প্রত্যাহারের আবেদন কম হওয়ার বিষয়ে নড়াইলের ডিসি শারমিন আক্তার জাহান সমকালকে বলেন, এটি গোপনীয় বিষয়, সবকিছু খোলাসা করা যাবে না। তবে জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলা প্রত্যাহারের তালিকা পাঠানো হয়।

নড়াইল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এস এম আবদুল হক বলেন, নাশকতা ছাড়া অন্য কোনো মামলা প্রত্যাহার হচ্ছে না। মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে ডিসি অফিসের তেমন গরজ নেই। তাই মামলা প্রত্যাহারের অগ্রগতি কম।

বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল সমকালকে বলেন, রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে ডিসিদের অনাগ্রহ এক রকম প্রশাসনিক ব্যর্থতা। বিএনপির নেতাকর্মীদের নামে লক্ষাধিক রাজনৈতিক মামলা রয়েছে। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে সারাদেশে এক দিনে ৪৭৩টি মামলা দেওয়া হয়। এর মধ্যে বেশির ভাগ মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। এসব মামলা প্রত্যাহারে এজাহার ও অভিযোগপত্রের সার্টিফায়েড কপিসহ অনেক তথ্য-উপাত্ত লাগছে। এ জন্য সব জেলায় চিঠি পাঠানো হয়েছে।

দুদকের মামলা

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের নামে দুদকের মাধ্যমেও অনেক মামলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর আওতাধীন মামলার মধ্যে রাজনৈতিক হয়রানির মামলা কমিশনের লিখিত আদেশ ছাড়া প্রত্যাহার করা যায় না। কারণ, দ্য ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৫৮-এর ১০(৪) ধারায় এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ ধরনের মামলার বিষয়ে করণীয় পরে নির্ধারণ করা হবে।

সাবেক জেলা জজ শাহজাহান সাজু সমকালকে বলেন, দুদকের মামলা প্রত্যাহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। এ ছাড়া দুদক প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এর আগে ২০০৯ সালে বিএনপি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের মামলাগুলো প্রত্যাহার করে আওয়ামী লীগ সরকার। ওই সময় মামলার তালিকা পাঠিয়েছিলেন ডিসিরা।

ভীত হয়ো না, দুঃখও করো না

জাফর আহমাদ



সত্য ও বাতিলের সংঘাতে বাতিলের অনুসারীদের সাথে যেমন শয়তান ও অপরাধীরা থাকে তেমনি ঈমানদারদের সাথে ফেরেশতারাও থাকে। এক দিকে বাতিলপন্থীদের কৃতকর্মসমূহকে তাদের সংগী-সাথীরা সুদৃশ্য করে দেখায় এবং তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয় যে, হককে হেয় করার জন্য তোমরা যে জুলুম-অত্যাচার ও বে-ঈমানী করছো সেটিই তোমাদের সফলতার উপায় এবং এভাবে পৃথিবীতে তোমাদের নেতৃত্ব নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে হকপন্থীদের কাছে আল্লাহর ফেরেশতারা এসে সেই সুখবরটি পেশ করে যা নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা ঘোষনা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অত:পর তার ওপর দৃঢ় ও অবিচল থেকেছে নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দু:খ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাংখা করবে তাই লাভ করবে। এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহেরবানীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

(সুরা হামিম আস সাজদা: ৩০-৩২)

যারা আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে নিজেদের রব হিসাবে বিশ্বাস করেছে এবং যেই বিশ্বাসের মধ্যে সামান্যতম খাদ নেই। যারা রব বলে ঘোষনা করেই থেমে যায়নি এবং এ ভ্রান্তিতেও লিপ্ত হয়নি যে, আল্লাহকে রব বলে ঘোষনাও করেছে আবার তাঁর সাথে অন্যদেরকেও রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। বরং একবার এ আকীদা পোষন করার পর সারা জীবন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, তার পরিপন্থী অন্য কোন আকীদা গ্রহণ করেনি কিংবা এর সাথে কোন বাতিল আকীদার সংমিশ্রণও ঘটায়নি এবং নিজের কর্মজীবনে তাওহীদের আকীদার দাবীসমূহও পূরণ করেছে। তাওহীদের ওপর দৃঢ় থাকার অর্থ নবী সা: ও বড় বড় সাহাবাগণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: হযরত আনাস রা: বর্ণনা করেন, নবী সা: বলেছেন: "বহু মানুষ আল্লাহকে তাদের রব বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আবার কাফের হয়ে গিয়েছে। দৃঢ় পদ সেই ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই আকীদা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।" *(সুনানে নাসায়ী)* হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা: এর ব্যাখ্যা এভাবে: "এরপর আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি, তাকে ছাড়া আর কোন উপাস্যের প্রতি আকৃষ্টও হয়নি।"*(ইবনে জারীর)* একবার হযরত উসমান রা: মিম্বরে উঠে এ আয়াত পাঠ করে বললেন: "আল্লাহর শপথ, নিজ আকীদায় দৃঢ় ও স্থির তারাই যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিয়ালের মত এদিক থেকে সেদিকে এবং সেদিক থেকে এদিকে ছুটে বেড়ায়নি।" *(ইবনে জারীর)*

পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে নিজেদের রব মেনে নিয়েছে এবং তার ওপর দৃঢ় অবিচল থেকেছে তারা যখন ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমুন্নত করার চেষ্টা চালায় তখন তাদের ওপর রাজ্যের খড়্গ নেমে আসে। সকল প্রকার জুলুম, নির্যাতন, জেল-জরিমানা এমন কি জীবনাপাতও করতে হয়। তারা পূর্ব থেকে জানতেন যে, যে কাজের জন্য নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে এটি বড়ই কন্টকাকির্ণ রক্ত পিচ্ছিল পথ। তথাপি তারা এ পথকেই বাঁচাই করে নেন। যখন তারা ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের হাতে নাজেহাল হতে থাকে সেই সময় ফেরেশতাগণ অননুভূত পন্থায় এবং মু'মিনদের কানের পর্দায় প্রতিধ্বনিত হওয়ার পরিবর্তে হৃদয়ের গভীরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির হয়ে প্রবেশ করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সমুন্নতকারী বিশ্ব বিখ্যাত কর্মীদের দেখেছি যে, এ কাজের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও বাতিলের সাথে আপোস করেননি। ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে নিজের পরিবার ও তার সাথীদের সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমুন্নত করার ধারা অব্যাহত রাখার নসিহাত করেছেন। ফাঁসির মঞ্চে পায়জামা-পাঞ্জাবী পড়ে যাবেন, না কি লুঙ্গি-পাঞ্জাবী পড়ে যাবেন, তা নিজের ছেলের কাছে আলোচনা করেছেন। সরকারী প্রহরীরা সাধারণত অনেকটা টেনে হেঁচরে ফাঁসির আসামীকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এমন এমন অনেক বীর-মুজাহিদকে জানি, সরকারী প্রহরীরা বলার সাথে সাথেই কোন প্রকার বিলম্ব ছাড়াই প্রহরীদের পেছনে ফেলে দ্রুতগতিতে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে গেছেন। কোন মানবীয় গুণ এ ধরণের কাজে তাকে নির্ভীক করেনি বরং ফেরেশতাগণ তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলতে থাকে, "ভীত হয়ো না, দু:খ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।"

"ভীত হয়ো না, দু:খ করো না" ফিরিশতাদের এই অভয়দান একটা ব্যাপক অর্থবোধক কথা যা দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত ঈমানদারদের জন্য প্রশান্তির একটি নতুন বিষয় বহন করে। গুরুত্বপূর্ণ সেই সময়গুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: পৃথিবীতে ফেরেশতাদের এই উপদেশের অর্থ হচ্ছে, বাতিল শক্তি যতই পরাক্রমশালী ও স্বৈরাচারী হোক না কেন ফেরেশতাগণ বলতে থাকে, এদের দেখে কখনো ভীত হয়ো না এবং হকের অনুসারী হওয়ার কারণে যত দু:খ-কষ্ট ও বঞ্চনাই সইতে হোক সে জন্য দু:খ করবে না। কেননা, ভবিষ্যতে তাদের জন্য এমন কিছু আছে যার কাছে দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তুচ্ছ ও বড়ই নগন্য।

দ্বিতীয়ত: মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা যখন এই কথাগুলো বলে তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, তুমি সামনে যে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছো সেখানে তোমার জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই। কারণ, সেখানে জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষমান। আর দুনিয়াতে তুমি যা কিছু ছেড়ে যাচ্ছো সে জন্য তোমার দু:খ ভারাক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা, এখানে আমি তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু। ফেরেশতারা বলবেন, "আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও।"

(সুরা হামিম আস সেজদা:৩১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"হে প্রশান্ত আত্মা! চলো তোমার রবের দিকে, এমন অবস্থায় যে তুমি (নিজের শুভ পরিণতিতে) সন্তুষ্ট। শামিল হয়ে যাও আমার নেক বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।"

(সুরা ফযর:২৭-৩০)

এরাই প্রশান্ত আত্মা যারা কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা-শারীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দীন এনেছিলেন তাকে নিজের দীন ও জীবন বিধান হিসাবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দীন যে, জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে তাকে সে অনিচ্ছা সত্বে নয় বরং এই বিশ্বাস সহকারে বর্জন করেছে যে, সত্যিই তা খারাপ। সত্য প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নির্দ্বিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসিমুখে সেগুলো বরদাশত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ, সম্পদ ও সুখ-সম্ভার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখেছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তার নিজের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এজন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছে। কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে 'শরহে সদর' বা উন্মুক্ত হৃদয় করে দেয়া অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। *(আন'আম:১২৫)*

তৃতীয়ত: আলমে বরযখ ও হাশরের ময়দানে যখন ফেরেশতারা এ কথাগুলো বলবে তখন তার অর্থ হবে, এখানে তোমাদের জন্য কেবল শান্তি আর শান্তি। পার্থিব জীবনে তোমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছো সে জন্য দু:খ করো না এবং আখেরাতে যা কিছু সামনে আসবে সে জন্য ভয় করবে না। কারণ, আমরা তোমাদেরকে সে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হচ্ছে।

মু'মিনদের সান্তনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, "সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষনা করলো আমি মুসলমান।" *(সুরা হামিম আস সেজদা:৩৩)*

আগের আয়াতে আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায়। এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষনা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দু:খ-মুসিবতকে আহবান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করো, আমি মুসলমান। অবশ্যই এটি দৃঢ় সংকল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। সাময়িকভাবে কেউ কোন দুষ্কর্মের মোকাবেলায় সৎকর্ম করতে পারে। এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে এমন সব বাতিলপন্থী দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় সত্যের জন্য লড়াই করতে হয়, যারা নৈতিকতার যে কোন সীমালংঘন করতে দ্বিধা করে না এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় বিভোর হয়ে আছে সেখানে সৎকর্ম দিয়ে অসৎ ও দুষ্কর্মের মোকাবেলা করে যাওয়া তাও আবার উচ্চমাত্রার সৎকর্ম দিয়ে এবং একবারও অসৎকর্মের প্রশ্রয় না দেয়া কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চস্তর আর নেই। কোন ব্যক্তির আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করে সোজা পথ গ্রহণ করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া নি:সন্দেহে বড় ও মৌলিক কাজ। কেবল সেই ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে যে বুঝে শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে, যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পুর্ণরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকী ও সততা এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম ও নোংরামি তাকে তার উচ্চাসন থেকে নামিয়ে আনতে পারে না।

আমি মুসলমান বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝান্ডাবাহীদের দোষারূপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, শোনো, যারা আল্লাহর বন্ধু, ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন ভয় নাই ও মর্ম যাতনার অবকাশ নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য।" *(সুরা ইউনুস: ৬২-৬৪)*

অত্যন্ত উচু মর্যাদার মানুষই কেবল এসব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনযিলে মকসুদে পৌঁছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নীচ প্রকৃতির মানুষ তাদের হীন চক্রান্ত, জঘন্য কৌশল এবং কুৎসিত আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।



গোলাপগঞ্জ সোসাইটি বনভোজনে কমিউনিটির মিলনমেলা

শেষ পৃষ্ঠায় পর

সিইও ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকার ডাইরেক্টর সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, বিএনপি কেন্দ্রিক কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু সহ বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান জানিয়ে নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ইনক এর সভাপতি এবাদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমদ বক্তব্য রাখেন।

পরে মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশনের বনভোজনস্থল মাধ্যমে মাতিয়ে রাখেন সংগীত শিল্পীরা। শেষ বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় জমজমাট রাফেল ড্র। স্বর্ণের নেকলেস, আইফোন, আইপেড, ৫০ ইঞ্চি টিভি সহ ১৫টি আকর্ষণীয় পুরস্কার ভাগ্যবান অতিথিদের মাধ্য দেওয়া হয়। বনভোজন কমিটির আহবায়ক এনাম উদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক,আবুল কালাম, সদস্য সচিব,এমরান খন্দকার, সুন্দর ও সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশের বনভোজন পালিত হওয়ায় সবার প্রতি কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।









নিউইয়র্কে বাংলা ব্যান্ড 'আরজিবি' ও 'সাউদার্ন ব্রিজ'-এর কনসার্ট

শেষ পৃষ্ঠায় পর

খাদেমকে। নব্বই দশকের জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ড সঙ্গীত নিয়ে করা এই অনুষ্ঠানের শুরুতে সাজু খাদেম তার স্বভাবজাত ভঙ্গিতে হাস্য রসের মাধ্যমে দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যান অতীতে, নব্বই দশকে। সেই সাথে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন 'আরজিবি' ব্যান্ড মেম্বারদের সাথে।'আরজিবি' শুরু করে একটি ইনস্টুমেন্টাল দিয়ে।

এরপর ব্যান্ডের লিড ভোকালিস্ট টিপু আলম কণ্ঠে তুলে নেন নব্বইয়ের জনপ্রিয় গান "মন কি যে চায় বলো"। এরপর একে একে পরিবেশন করেন, "ভালো লাগে জোৎস্না রাতে", "কেন খুলেছে তোমার জানালা", "ছন্নছাড়া জীবন", "গতকাল রাতে", "সুলতানা বিবিয়ানা"। এরমধ্যে "ছন্নছাড়া জীবন" গানটি 'আরজিবি' ব্যান্ডের নিজস্ব গান। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে মঞ্চে আসে অ্যারিজোনার ব্যান্ড 'সাউদার্ন ব্রিজ'। পরিচয় পর্ব শেষে ব্যান্ডটির ভোকালিস্ট পলাশ পরপর নব্বই দশকের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ব্যান্ডের গান দর্শকদের উপহার দেন। এরমধ্যে ছিল- "খুঁজিস যাহারে", "রং নাম্বার টেলিফোনে", "আগে যদি জানতাম", "শ্রাবণের মেঘ", "এই নীল মনিহার", "আসি আসি বলে", এবং"ওরে সালেকা ওরে মালেকা"।



'সাউদার্ন ব্রিজ'-এর পর আবার মঞ্চে ফিরে আসে 'আরজিবি'। এ সময় উপস্থাপক সাজু খাদেম দর্শকদের বাড়তি পাওনা হিসেবে নব্বইয়ের জনপ্রিয় গান "সেদিনের এক বিকেলে" গানটি গেয়ে শোনান। এরপর 'আরজিবি' ব্যান্ড লিডার লডি ব্যান্ডটির নিজস্ব গান "রাত দুপুরে" পরিবেশন করেন। লডির পর গান করেন মিনহাজ আহমেদ । তিনি দর্শকদের একটি লোকসঙ্গীত উপহার দেন। শেষ গানটি করেন টিপু, আজম খানের "বাংলাদেশ"। উল্লেখ্য, উন্মুক্ত মঞ্চে এটাই 'আরজিবি' ব্যান্ডের প্রথম কনসার্ট । আর নিউইয়র্কে 'সাউদার্ন ব্রিজ'-এর দ্বিতীয় পরিবেশনা।

'আনফরগেটেবল নাইনটিস' কনসার্টে অথিতি শিল্পী হিসেবে ড্রাম প্যাডে ছিলেন বাংলাদেশের 'সোলস' ব্যান্ডের একসময়ের ড্রামার তুষার রঞ্জন দত্ত। 'আরজিবি' ব্যান্ডের লাইন আপ-লিড ভোকাল: টিপু আলম, লিড গিটার/ভোকাল: রবিউল করিম লডি, বেইজ গিটার/ভোকাল: মাহাবুবে খোদা রুমি, পারকাশন/ভোকাল: মিনহাজ আহমেদ।

'সাউদার্ন ব্রিজ' ব্যান্ডের লাইন আপ-ভোকাল: রাশিদুল মনসুর পলাশ, লিড গিটার:মোহাম্মাদ হোসেন সুমন, কিবোর্ডে: রনি চৌধুরী।





ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেচে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএস পুনরায় স্টুডেন্ট ভিসার ইন্টারভিউ শুরু করেছে:

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পুনরায় স্টুডেন্ট ভিসা এবং স্কলার ভিজিটিং ভিসার সাক্ষারকার শুরু করেছে। সব স্টুডেন্ট ভিসার সাক্ষাতকার প্রায় ১ মাস বন্ধ ছিলো। প্রশাসন নতুন শর্ত প্রবর্তন করেছে। এফ এম এবং জে ভিসা আবেদনকারীদের অবশ্যই তাদের সোশাল মিডিয়া একাউন্ট প্রকাশ করা হবে– যাতে কনসুলার কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আবেদনকারীদের কোন ঘৃণা বা নেতিবাচক মনোভাব আছে কিনা তা যাচাই করতে পারে।

গত ১৮ জুন স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিসিয়ালি যুক্তরাষ্ট্রের সকল দূতাবাসকে ক্যাবল করে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা ভিসা ইন্টারভিউ শুরু করতে পারে। তাদের সকল অনলাইন কাজের বিষয় অবহিত করতে হবে। শুধু সোশাল মিডিয়া একাউন্টই যথেষ্ট হবে না।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে সকল কলেজে আন্তর্জাতিক ছাত্রের সংখ্যা মোট ছাত্রের ১৫ শতাংশের কম সেসব ছাত্রদের ভিসার অগ্রাধিকার দিতে কনস্যুলারদের ক্যাবলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ যেসব ছাত্র আইভি লিগ স্কুলসহ প্রধান প্রধান এবং বিখ্যাত কলেজসমূহে ভর্তি হতে পেরেছে তাদের স্টুডেন্ট ভিসা প্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে যাবে। স্টুডেন্ট ভিসার ইন্টার পুনরায় শুরু করার খবর হাজার হাজার আন্তর্জাতিক ছাত্রদের জন্য যারা তাদের ভিসা ইন্টারভিউর জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। হবে নতুন সোশাল মিডিয়ার শর্ত অনেক সম্ভাবনাময় আবেদনকারীর জন্য অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

যুক্তরাষ্ট্রে যারা লেখাপড়াতে আগ্রহী তাদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এফ এম এবং জে ভিসা আবেদনকারীদের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইল প্রকাশ করতে হবে, যাতে কনস্যুলার অফিসার তাদের কার্যক্রম রিভিউ করতে পারে। এর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত থাকবে পোস্ট, লাইক, এ্যাফিলিয়েশান।

*নতুন পলিসির অধীনে ভিসা অফিসার আবেদনকারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করতে পারবে। বিশেষ করে সেসব কাজ যদি সমস্যা সৃষ্টি করে। এর অর্থ আবেদনকারীদের যেসব সেন্টটমেন্ট যদি বিতর্কিত বরে মনে হয় তবে তাদের ভিসার ক্ষেত্রে লাল কার্ড দেখানো হতে পারে অর্থাৎ ভিসা প্রত্যাখ্যান করা যাবে।

*ইউএস'র ইউনিভার্সিটিগুলোর যেখানে আন্তর্জাতিক ছাত্র মোট ছাত্র সংখ্যার ১৫ শতাংশের বেশি ভর্তি হয়ে গেছে, সে সব ইউনিভার্সিটিতে সাক্ষাতকারের ডেট পাওয়া কঠিন। সেক্ষেত্রে যেসব ইউনিভার্সিটিতে বিদেশী ছাত্র ১৫ শতাংশের কম, তাদের অগ্রাধিকার দিতে ভিসা অফিসারদের বলা হয়েছে। হাভার্ড বা স্ট্যানফোর্ডের মত টপ র‍্যাংকিংএর ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট ভিসা প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম।

*আপনারা যদি স্টুডেন্ট ভিসার আবেদন করার পরিকল্পনা করেন, নতুন স্টুডেন্ট ভিসা প্রক্রিয়া মন্থর হতে পারে। কারণ ভিসা আবেদনকারীদের সোশাল মিডিয়া এবং অনলাইন কনটেন্ট পরীক্ষা করে দেখার জন্য ভিসা কর্মকর্তাদের নির্দেম দেয়া হয়েছে।

আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আবেদন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। সেই সাক্ষাতকালে অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রস্তুতি থাকতে হবে। অনেকক্ষেত্রে, সোশাল মিডিয়ায় সামান্য যোগাযোগ থাকলেও বিস্তারিত অনুসন্ধান এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জন্য দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। উল্লেখ্য যে, নতুন নিয়ম বা আলোচনা করা হয়েছে– তা কেবল ছাত্রদের জন্যই প্রযোজ্য নয়। ভিজিটিং প্রফেসর এবং পোস্ট ডক্টোরাল গবেষণার জন্য জে ভিসার জন্যও সোশাল মিডিয়া পরীক্ষা করা হতে পারে।

আমাদের জরুরী পরামর্শ হচ্ছে এদেশে বা গবেষণায় যদি আপনি পরিবারের কেউ আসার প্ল্যান থাকে তবে নতুন নিয়ম ভঅলো করে জেনে নেবেন এবং আবেদনের পূর্বে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

আগস্ট ২০২৫ ভিসা বুলেটিন:

ইউএস স্টে ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) আগস্ট ২০২৫'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে আগস্ট ২০২৫'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, "ফাইনাল এ্যাকশন ডেট" বলতে সেই ডেটকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ হয় এর পূর্বে।

আগস্ট ২০২৫'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে অগ্রগতি হয়নি।

ফ্যামিলি স্পনসর্ড প্রেফারেন্সেস :

প্রথম: (এফ ১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : জুলাই ১৫, ২০১৬।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ ২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং সন্তান ঃ সেপ্টেম্বর ০১, ২০২২।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী) ঃ অক্টোবর ১৫, ২০১৬।

তৃতীয় ঃ (এফ ৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ আগস্ট ০১, ২০১১।

চতুর্থ ঃ (এফ ৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন ঃ জানুয়ারি ০১ ২০০৮।

পারিবারিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

আমরা সবসময় যে পরামর্শ দিয়ে থাকি তা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এ্যাটর্নীর সাথে পরামর্শ করা ভালো। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও আলোচনা করতে পারেন।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

যখন শৈশব ডাকে

নাসির আহমেদ

শৈশবের ডাক আসে আজও খুব ভোরে
লাল মোরগের ঝুঁটি ছুয়ে আসে ডাক
সেই ফেলে আসা ভোর, ঘোরের ভিতরে
নিয়ে যায় আজ এই পড়ন্ত বেলায়।

শীতের শিশিরে ভেজা কলাপাতাগুলো
দুলে ওঠে মগ্নতার গভীর ভিতরে
ডেকে নেয় কে আমাকে তাহলে শীতের আমন্ত্রণে!
এমন খরায় পোড়া দুপুরে স্নায়ুতে কেন প্রবল বর্ষণ?

ঘুম ভাঙে মধ্যরাতে ডাহুকের করুণ কান্নায়
প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যায় চরাচর।
অথচ কংক্রিটে ঘেরা শহুরে জঙ্গলে
কোথায় বৃষ্টির চিহ্ন! কোথায় ডাহুক?
এখনো হঠাৎ যেন রূপকথা-ঝুলি মেলে ধরে

আমার শতায়ু দাদি বানেছা পরির
গল্পের ভিতর দিয়ে চলে যাই মায়া অলৌকিকে!
ফিকে হয়ে যায় দুঃখ-দাহময় রূঢ় বর্তমান।
তালপুকুরের জলে লাল শাপলারা আজো ভাসে?
জানি না। শৈশব তবু সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি যেন
স্মৃতির দিগন্ত ছুঁয়ে আসে।

বেদনার উজ্জ্বল পিঠ

শারমিন সুলতানা রীনা

পরিযায়ী মেঘ হয়ে আকাশের বুকেই
খুঁজে নিলে নিজস্ব ঠিকানা
আর আমি নৈসর্গিক জনপদ ছেড়ে
ফেরারী বসন্তের আশায়
আজন্ম পথিক হয়ে পড়ে রইলাম
গন্তব্যহীন পথের মাঝে

কত নির্ঘুম রাত কেটে যায় অপেক্ষায়
মেলে না সুর্যের আভা
ক্ষুধার্ত অন্ধকারে রাধা হয়ে বেঁচে থাকি
কৃষ্ণ অধরাই রয়ে যায়
মর্মমূলে বেজে ওঠা বাঁশিতে ঘর ছাড়া হই
কষ্টকে বড় বেশী ভালোবেসেছিলাম
তাই কি চোখেই গড়েছে সে ঘর গেরস্থালী

তুমি মানেই বেদনার উজ্জ্বল পিঠ।
অভিমানে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ালে না হাত,
আষাঢ়ের প্লাবন হয়ে ভাসালে বালুচর
আমি যে শিখিনি সাঁতার

তাই উদাসীন উপেক্ষার বেনোজলে ভেসে যাই
নিভৃত প্রেমের হেয়ালী খেলায়...

চোখ তখন কিছুই দেখে না

রুহুল কাদের

চোখের আগ্রহে নিঃসীম আকাশের দিকে তাকায় চোখজোড়া
তারারা হয়তো ভাবে চোখ তাদেরই দেখে নির্নিমেষ;
চাঁদসূর্যের একই ধারণা আরো গাঢ়তর;
নদীর দিকে যায় যখন চোখজোড়া
মাছ কিংবা জলজ যত প্রাণী ভাবে
হয়তো তাদেরই জন্য উন্মাদ দৃষ্টির বিস্তারিত জাল।
জল কেবল ভাবে জলের বুকের কিংবা তলার সবই
গৌণ, চোখ শুধু দেখে তার একার তরঙ্গলীলা...
মানুষেরাও মূলত একই
ভাবে কিংবা স্বভাবে
দৃষ্টি গেলেই কেউ দেখায়,
নয়তো লুকায়...

চোখও কখনো কখনো খেয়ালি হয়
উদাস দৃষ্টি কেবল নিক্ষেপ করে চোখের প্রয়োজনে
নির্ঘুম মানুষ যেমন শুধু শুধু শুয়ে থাকে;
চোখও কেবল তখন নিরর্থক দৃষ্টি ফেলে-
আদপে চোখ তখন নিজেকেও দেখে না
অন্য কিছুও দেখে না...



অনুচ্চারিত অনুবাদ

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

এই নগরে বাতাসও রাজনীতি জানে,
আমি ছায়া হয়ে হেঁটে যাই গন্তব্যহীন পথে।
দুচোখে জমে থাকে এক ম্লান সন্ধ্যা,
ভাঁজ করা প্রেমিকার চিঠি, কভু খোলা হয় না।
কে জানে কোন প্রহরে একদিন হয়ে উঠবো
একাকিত্বের রাজা?
কে জানে, কোন পাথরে লুকিয়ে রেখেছে
আমার নিয়তির খঞ্জর?
মানুষ এখন দেয়ালেরও ভাষা বোঝে,
তবু হৃদয়ের ডাকপিয়ন ফিরিয়ে দেয় চিঠি।
তবু আমি লিখি,
লিখি এক মায়াময় দুর্বোধ্যতা।
রাত্রি কানেকানে বলে, 'আমি শুধু অন্ধকার নই
আমি তোমার ব্যথার অনুচ্চারিত অনুবাদ।'



অরণ্যে বসতি

মুস্তফা হাবীব

বৃক্ষের দুঃখকষ্টের কথা কেউ বুঝতে চায় না
রৌদ্রে পুড়ে তৃষ্ণায় যতোই কাঁদুক বিষণ্ন আদলে,
শীতের থাপ্পরে পাতা ঝরার আর্তনাদ শুনে
পাখিরা ডাকে নিঝঝুম নিশি রাতের শেষ প্রহরে।

মানুষ এতোই আপন স্বার্থে বিগলিত!
বৃক্ষের ডালপালা কেটে আগুনে পোড়ায়
ফুলের ঘ্রাণ অগ্রাহ্য করে, ফলে মেটায় জিহ্বার স্বাদ
কাণ্ড চিরে তৈরি করে আসবাব,
মানুষের প্রয়োজনে বৃক্ষেরা নিঃশেষ হয়ে যায়
তবু মানুষ মানবিক চেতনায় বৃক্ষের অসহায়ত্ব নিয়ে
দাঁড়ায় না থমকে এক লহমা।

বাংলাদেশে কোথাও বৃক্ষপ্রেমিক নেই
এখন আর কেউ সুন্দরবনের শোভায় ছড়ায় না মুগ্ধতা
মননে লালন করে না কেউ মৃত্তিকার মায়া
শুধু আগ্রাসী চেতনায় পেতে চায় ময়ূর খচিত মসনদ।

আমি ওইসব দলান্ধ স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রতিপক্ষ
অরণ্যে বসতি আমার, ভুলকে জয় করি ফুলের সুবাসে
নিসর্গপ্রেমিক হয়ে লিখি দেশমাত্রিকার গান

তাকে ভীষণ প্রয়োজন

মিনহাজ উদ্দিন শপথ

যাকে ডাকি সে আসে না
আসে অন্য কেউ
দরজায় নীরবতার ঝুল
বিষাদের মন নিয়ে ঘরের রঙিন উৎসবে
দেহমনে কুসুম ফোটে না
তাকে প্রয়োজন, এই বেলা ভীষণ ধূসর
সত্য মিথ্যের মতোন উচাটন
বেলী হয়ে যায় ঘাসফুল
চাঁদের বাটিতে জল ছিটালে
জোছনা যে বড় বেশি পানসে লাগে
এই সবুজের দায়িত্ব নেবে কে?
আমাদের আদ্যোপান্ত অবিশ্বাসের পোশাক
বুকের ভেতর মেঘপাখিরা বাসা বেঁধেছে মজবুত
রোদের বিদঘুটে হাসি
অতঃপর তাকে আজ ভীষণ প্রয়োজন
অতঃপর তাকে আজ ভীষণ প্রয়োজন

নিউইয়র্কের ফেরী পার্কে প্রবাসের একখণ্ড কুলাউড়া





শেষ পৃষ্ঠায় পর শৈশবের গল্পে গড়ে উঠেছিল এক অনন্য দিনের ছায়া। গত ১৩ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস ফেরী পার্ক পয়েন্ট এর বিস্তীর্ণ প্রান্তর যেন একদিনের জন্য পরিণত হয়েছিল প্রবাসের এক খণ্ড প্রাণের কুলাউড়ায়। কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক পিকনিক, যেখানে প্রবাসে ছড়িয়ে থাকা কুলাউড়াবাসী হৃদয়ের টানে একত্রিত হন প্রাণের এই মিলনমেলায়।

নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট, ফিলাডেলফিয়া, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, মিশিগান ও ওয়াশিংটন ডিসিসহ আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় বারো শতাধিক কুলাউড়াবাসী পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশ নেন এই আয়োজনে। কারও হাতে ছোটদের হাত ধরা, কারও বুকে স্মৃতির মলাট, সব মিলিয়ে ফেরী পার্কে গড়ে ওঠে প্রবাসী কুলাউড়ার এক আবেগঘন আবাস।

দিনে শুরুতে বেলুন উড়িয়ে পিকনিকের শুভ সূচনা করেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ ও আমেরিকান এটর্নী এট লো এন্ড ডেমোক্র্যাট লিডার মঈন চৌধুরী

দিনভর চলেছে হাসি-আড্ডা, নাচ-গান, শিশুদের দৌড়ঝাঁপ আর কুইজ ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা। ছিল নারীদের মিউজিক চেয়ার প্রতিযোগিতা, ফুটবল খেলা, র‍্যাফেল ড্র, আর শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের আয়োজন। এর পাশাপাশি মুখরোচক বাঙালি খাবারের বাহার যেন বাড়িয়ে দিয়েছে উৎসবের রঙ। সকালের নাস্তা থেকে দুপুরের খাবার সবই ছিল পিকনিক আয়োজকদের স্নেহস্পর্শে সাজানো, যেন বাড়ির স্বাদও ফিরে আসে এমন আপ্যায়নে।

আয়োজনে এনওয়াইপিডির কর্মকর্তারা ও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার, আর র‍্যাফেল ড্র-তে ছিল চমকপ্রদ উপহার।

কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েবের সঞ্চালনায় দিনব্যাপী এ পিকনিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, আমন্ত্রিত



অতিথি ছিলেন সাবেক এমপি ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, এটর্নী মঈন চৌধুরী, প্রবীণ রাজনীতিবিদ লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, টাইম টেলিভিশনের সি ই ও আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসন কুনু, জাকির চৌধুরী সিপিএ, জালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল খান, সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম, নিউকো'র সভাপতি মোহাম্মদ রফিকউদ্দিন চৌধুরী রানা, সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনু, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্ট সদস্য জুনেদ চৌধুরী, সোসাইটির ইলেকশন কমিশনার আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস এর সি ই ও নজরুল ইসলাম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, বাকা'র সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান রুহেল, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস সভাপতি শামীম আহমেদ, ফেঞ্চুগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহবুল আলম, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোয়ান আহমেদ টুটুল, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল , সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, প্রকৌশলী আবু সাকুর, বশির খান, ভাটেরা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ তালুকদার , কমিউনিটি এক্টিভিস্ট চৌধুরী তানিম সহ কমিউনিট নেতৃবৃন্দরা ।

এনওয়াইপিডির পুলিশ কর্মকর্তা কারাম চৌধুরী, ক্যাপ্টেইন অরটিজ, ক্যাপ্টেইন পেরেজ, ডিটেক্টিভ রাসেক মালিক, সার্জেন্ট মেহেদী মালিক, অফিসার মাহবুবুর জুয়েল, মো. হালিম, সার্জেন্ট আনসার আলী, আব্দুল মুক্তাদির সৈয়দ মোস্তাকিম, মামুন সর্দার প্রমুখ।

কুলাউড়া এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ফারুক চৌধুরী, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোশাহিদ জে রাশেদ, সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, শাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী, সাবেক সভাপতি শাহ্ আলাউদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশনার মুকিত চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশীদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম, শিক্ষিকা ও কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক মহিলা সম্পাদিকা জাহানারা সিরাজ লক্ষ্মী সাবেক কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন লিটন, সাবেক মহিলা সম্পাদিকা মাহমুদা রুমা সহ এসোসিয়েশনের বর্তমান ও সাবেক সকল নেতৃবৃন্দ।

সকল আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে দিনের শেষে, যখন নদীর ওপারে অস্তগামী সূর্যটা আকাশে ভেসে ওঠে সোনালি রঙের ক্যানভাসে, তখন যেন সবারই মনে একটাই অনুভব এটা শুধু ফেরী পার্ক নয়, এ তো হৃদয়ের কুলাউড়া, প্রবাসে একখণ্ড কুলাউড়ার ছড়িয়ে থাকা শিকড়ের উষ্ণ প্রতিচ্ছবি।

হৃদ গভীরে গেঁথে থাকা স্মৃতির রঙে রাঙানো কুলাউড়া এসোসিয়েশনের এমন আয়োজন যেন প্রতি বছরই হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়ের উদযাপন, ভালোবাসা আর বন্ধনের দীপ্ত আলোকবর্তিকা।







বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"ভাটেরা আমার" "আমি ভাটেরার"

ভাটেরা এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ. ইনক
BHATERA ASSOCIATION OF U.S.A. INC.

বার্ষিক বনভোজন ২০২৫



আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্রঃ এয়ার টিকেট, স্বর্ণের হার ও স্বর্ণের ব্রেসলেট সহ ১২টি পুরস্কার ও ছোট-বড় সকলের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

PLACE	VALLEY STREAM STATE PARK	DATE &TIME	JULY 27 SUNDAY, 2025 10:00 AM TO 7:00PM
ADDRESS	STATE PARK RD, VALLEY STREAM, NY 11580		

	১. এয়ার টিকেট	সৈয়দ নাহিদ খসরু		২. গোল্ড চেইন	আকিব হোসাইন
	৩. সোনার আংটি	নাসিমা আক্তার বাবলি		৪. আই ফোন ১৪ প্রো-ম্যাক্স	বশির খান
	৫. কানের দুল	তারেকুল ইসলাম জুয়েল		৬. ৬০ পিস ডিনার সেট	মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু
	৭. অ্যাপল ওয়াচ	আবরার মাল্টি সার্ভিস		৮. ল্যাপটপ	স্টারলিং ফার্মেসি
	৯. টেলিভিশন ৫৫ ইঞ্চি	বদরুল ইসলাম মিন্টু		১০. ডিপ ফ্রিজ	মাহমুদ আহমেদ
	১১. টেলিভিশন ৫৫ ইঞ্চি	লুকমান হোসেন লকু		১২. এয়ার কন্ডিশনার	ফারুক মিয়া (সাধু)
	১৩. এয়ার কুলার	সায়েদ খান		১৪. বাই সাইকেল	আব্দুল মান্নান তাজু
	১৫. অ্যাপল এয়ারপড	সুমন আহমেদ		১৬. মাইক্রো অভেন	জসিম খান

আমন্ত্রণে:

শেখ রাজা মিয়া তালুকদার, সভাপতি
ফোনঃ ৯০৮-৯৬৬-৯২৮১

হারুনুর রশীদ তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক
ফোনঃ ৯১৭-২৩৮-০৬৪১

উপদেষ্টা পরিষদ

মোহাম্মদ এ কায়ুম, মো: নজরুল ইসলাম ফারুক, আব্দুল ছত্তার সিদ্দিকী, মো: লিয়াকত আলী তালুকদার, সৈয়দ দুদু মিয়া, আব্দুল মনাফ খান, মো: মকবুল হোসেন, মোহাম্মদ রইছ আলী, শেখ ফখরুল ইসলাম তালুকদার, শেখ সাইফুল আলম সিদ্দিকী, সৈয়দ ইলিয়াস খছরু, মো: মরতুজ আলী, নুরুল ইসলাম শাহ।

কার্যকরী পরিষদ

আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, সৈয়দ ছালা উদ্দিন, ফরহাদ লিটু, সুরমান আহমদ সিদ্দিকী, এনাম আরাফাত রবি সিদ্দিকী, সৈয়দ এ আহমদ টিপু, মোঃ অলিউর রহমান, সুমন আহমেদ, শাহ মিজান, ফয়সাল আহমদ সিদ্দিকী, বাপ্পু তালুকদার, আব্দুস শহিদ সিদ্দিকী সেফুল, মোঃ শাহ আলম, সিপন আহমেদ, শাহ রিপন, তাহমিনা আক্তার সিদ্দিকা, সাইফুল ইসলাম, তারেকুল ইসলাম জুয়েল, আব্দুস সামাদ, শামীম আহমেদ, মোঃ জায়েদ তালুকদার ছায়েফ, শাহনেওয়াজ ইসলাম, মোঃ আব্দুল মুহিত, ছায়েদ খান, তালুকদার বদরুল,তানভীর তালুকদার এনাম।

প্রচারে: মোঃ অলিউর রহমান, প্রচার সম্পাদক । ফোনঃ ৯১৭-৩৯১-৪৯০২

লস অ্যাঞ্জেলেসে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ, ৩ কর্মকর্তা নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল শুক্রবার সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৩০) লস অ্যাঞ্জেলেসের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিস্কেলুজ সেন্টার একাডেমি ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি শেরিফ বিভাগের স্পেশাল এনফোর্সমেন্ট ব্যুরো এবং আগুনসংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক তদন্ত বিভাগের কেন্দ্র এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি। নিহত তিনজনই ওই বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে ১৯ থেকে ৩৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অভিজাত কর্মকর্তা ছিলেন বলে জানিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি শেরিফ রবার্ট লুনা। তিনি বলেন, 'আপাতত একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে।'



ছবি: সংগৃহীত

বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনো জানা না গেলেও মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সান্তা মনিকার একটি গ্যারেজ থেকে একটি গ্রেনেড উদ্ধার করে শেরিফ বিভাগের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল। শুক্রবার সেটিকে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এনে নিরাপদ করতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে বলে পুলিশের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। বিস্ফোরণটি প্রশিক্ষণ ফ্যাসিলিটির স্পেশাল এনফোর্সমেন্ট ব্যুরোর পার্কিং লটে ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে।

এ ঘটনায় পুরো এলাকায় নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে এবং তদন্তের স্বার্থে এলাকা সিল করে রাখা হয়েছে। মার্কিন ফেডারেল তদন্ত সংস্থা এফবিআই এবং অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ার আর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস ব্যুরো যৌথভাবে তদন্তে সহায়তা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি ঘটনাটিকে ভয়াবহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থলে ফেডারেল এজেন্ট মোতায়েন করা হয়েছে এবং তাঁরা ঘটনার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানে কাজ করছেন। এদিকে, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর দপ্তর। স্থানীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

শেরিফ লুনা বলেন, ১৮৫৭ সালে বিভাগের প্রতিষ্ঠার পর থেকে একক কোনো ঘটনায় এবারই সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হলো।









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR
Multiservices Inc
মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ যুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- গ্রীনকার্ড পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মান্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন বড় ব্যবসা নতুনভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পাশাপাশি গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

আমেরিকার ১ মিলিয়ন বা বাংলাদেশী ৭ কোটি টাকার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিদেশস্থ যে কোন দেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাহায্যে পাঠানো করতে পারেন।

যে কোন বেসরকারী মালিকানাধীন হাসপাতাল ও আপনার পরিবার ও ডাক্তারের সুবিধা নিয়ে পারেন এবং দু'জন পর্যন্ত গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এপাইলামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমিনাল এসেটট প্লেজিং, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে



আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোনঃ ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

নিউইয়র্কে সিটি স্কুলে সেলফোন নিষিদ্ধ সেপ্টেম্বরে

শেষ পৃষ্ঠায় পর হতে যাচ্ছে।'

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের আইন অনুযায়ী চলতি শরতে ক্লাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ, হলওয়ে কিংবা লাঞ্চের সময় স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারবে না। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা পেশ করার জন্য প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টকে ১ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে জানাতে হবে, কিভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফোন নিয়ে কোথায়, কিভাবে রাখা হবে।

ইতোমধ্যেই প্রায় অর্ধেক স্কুল তাদের প্রতিষ্ঠানে স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

এসব প্রতিষ্ঠানে ইয়োনডর কোম্পানির তৈরি চুম্বকীয় ব্যাগে এসব মোবাইল ফোন রাখার ব্যবস্থা করেছে। এসব ব্যাগ ক্রয় করতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রায় ৩০ ডলার করে ব্যয় হয়। তবে আরো সস্তা কিছুর ব্যবস্থা করার জন্য হোকুল তাগিদ দিয়েছেন।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য চার মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে। এছাড়া মেয়র এরিক অ্যাডামস ২৫ মিলিয়ন ডলারের বাজেট ঘোষণা করেছেন।

স্কুলস চ্যান্সেলর স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আইনটির ব্যাপারে বলেন, 'আইনটি খুবই নমনীয়। স্কুলগুলো এসব নিয়ম বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।'

এদিকে ইউনাইটেড ফেডারেশন অব টিচার্স সভাপতি মাইকেল মালগ্রু বলেন, নগরীর স্কুলগুলো এখনো এ ব্যাপারে প্রস্তুত হয়নি।

উল্লেখ্য, পাবলিক স্কুলগুলোর প্রথম ক্লাস হবে ৪ সেপ্টেম্বর।

মেডিকেইড-ফুড স্ট্যাম্প

শেষ পৃষ্ঠায় পর নিউইয়র্কের লাখ লাখ মানুষের জীবনযাত্রাকে সংকটে ফেলে দেবে।

এই নতুন আইনটির ফলে মেডিকেইড এবং এসএনটিয়াল প্ল্যান (ইপি)-এর মতো স্বাস্থ্যসেবা প্রোগ্রাম সুবিধ সংকুচিত ও সংকটে পড়ে ব্যাপক হ্রাস পাবে। প্রায় ২০ লাখের বেশি নিউইয়র্কবাসী তাদের স্বাস্থ্যবীমা হারাতে পারেন। এর মধ্যে প্রায় ৭ লাখ ৩০ হাজার আইনগতভাবে অবস্থানরত অভিবাসী এসএনটিয়াল প্ল্যানের আওতায় থাকলেও স্বাস্থ্য বীমাহীন হয়ে পড়বেন। এছাড়া প্রায় ১৩ লাখ মানুষ মেডিকেইড থেকে বাদ পড়বেন নতুন যোগ্যতা ও যাচাই প্রক্রিয়ার কারণে।

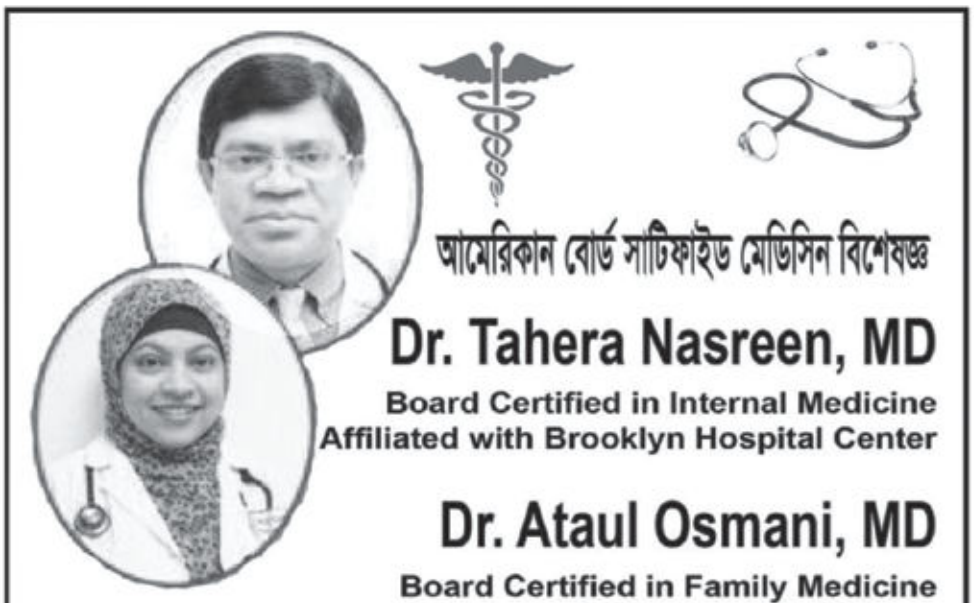
গ্রেটার নিউইয়র্ক হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন এবং হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক স্টেট -এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, স্টেটের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে বছরে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি কাটা পড়বে। এর ফলে মাতৃত্বকালীন যত্ন, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অন্যান্য জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাগুলো কমে যেতে পারে। এমনকি কিছু হাসপাতাল আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এই প্রভাব আরো গভীর হবে। কারণ আইন অনুযায়ী পাঁচ বছরে গড়ে ১০ বিলিয়ন ডলার রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফান্ড বরাদ্দ থাকলেও নিউইয়র্কের হাসপাতালগুলো সেই অর্থ পাবে কি না-তা অনিশ্চিত।

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর হিরিক'। উইকেন্ড শনি-রোববার ছাড়াও উইক ডে-তেও চলছে বনভোজন আয়োজন। এই সপ্তাহের একাধিক সংগঠনের বনভোজনের খবর সম্পাদনা করতে গিয়ে চোখে পড়লো 'বনভোজন উদযাপন কমিটির অমুক-তমুক'। প্রশ্ন হচ্ছে বনভোজন উদযাপন হয়, নাকি আয়োজন বা অনুষ্ঠান হয়! কোনটি? এরকম আরো অনেক অসঙ্গতি। বিষয়গুলো কি সংশ্লিস্টরা ভেবে দেখবেন?

১৩ জুলাই ২০২৫







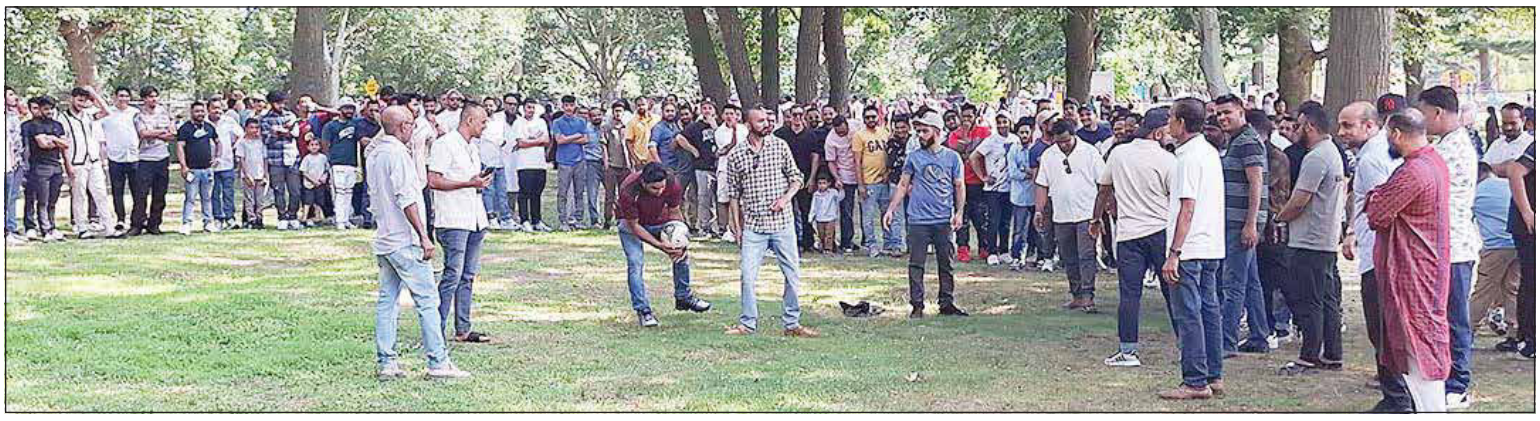
উৎসব মুখর পরিবেশে বিয়ানীবাজার সমিতির বনভোজন

শেষ পৃষ্ঠায় পর

ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইনক এর বার্ষিক বনভোজন। সোমবার ১৪ জুলাই এ বনভোজনে বিয়ানীবাজার তথা বৃহত্তর সিলেট সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় দেড় হাজার অতিথি অংশ নেয়। বনভোজনে শিশুদের দৌড় প্রতিযোগিতা, মেয়েদের বালিশ খেলা, ছেলেদের ফুটবল খেলা ও মোরগ লড়াই সহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় বিকেল পর্যন্ত সবাই ব্যস্ত ছিল। তবে বনভোজনে কেউ কেউ এসেছিলেন অতিথিদের মধ্য থেকে বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী দেখার জন্য।

মধ্যাহ্ন ভোজ আয়োজনের পর সংগীত পরিবেশনার মাধ্যম অনুষ্ঠানস্থল মাতিয়েছেন রাখেন জনপ্রিয় ক্লোজআপ তারকা রন্টি দাস। শেষ বিকেলে আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। নগদ ২ হাজার ডলারের ১ম পুরষ্কারের পাশাপাশী ল্যাপটপ, আইফোন, এয়ার টিকেট, টিভি, ফ্রিজ, এয়ার কুলার, মাইক্রোওভেন সহ ৩১ টি পুরস্কার র‍্যাফেল ড্র এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

বনভোজনের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ-এর সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক , রেজাউল আলম (অপু), অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শামছুল আলম (শিপলু),সদস্য সচিব ইকবাল হোসেন ও কমিটির সদস্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।







MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাইঃ ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়সঃ ২৭, উচ্চতাঃ ৫'৮", কমপ্লেক্সশনঃ উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগঃ
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগঃ গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোনঃ ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

বাসা ভাড়াঃ
এলমহার্স্ট হাসপাতালের কাছে ছোট ফ্যামিলি বা দুইজন কর্মজীবী মহিলার কাছে বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৪৪৬-২৭৫০, ৩৪৭-৬৭১-৫০৯৪.

বাসা ভাড়াঃ
Basement for rent (1 to 2 people max), con-sists of 1 bedroom and 1 living room with newly ren-ovated kitchen, located near Sayres Avenue 111-36 177th Street Jamaica, NY 11433. Please call 917-326-1370.

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই
৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

বাসা ভাড়াঃ
Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693. যোগাযোগ : 347-635-0705.

বাসা ভাড়াঃ
১০৭-৪৬ গাই-আর ব্রিউয়ার বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, ২ ফ্যামিলির বাসার ২য় তলার তিন বেড, প্রশস্ত কিচেন, লিভিং রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে (ব্যাচেলার/ফ্যামিলি)।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬৫৪-৬৫০২.

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ 929-261- 9941.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent. Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

বারাক ওবামা গ্রেপ্তার-ট্রাম্পের পোস্ট করা এআই ভিডিও নিয়ে তোলপাড়

শেষ পৃষ্ঠায় পর

গিয়ে দুই এফবিআই এজেন্ট বারাক ওবামাকে হাতকড়া পড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। পাশেই একটি চেয়ারে বসে হাসিমুখে এই পুরো ব্যাপারটি উপভোগ করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভিডিওটির শেষাংশে দেখা যায়, একটি জেলের ভেতরে, কারাগারের কমলা পোশাকে ওবামা দাঁড়িয়ে আছেন।

উল্লেখ্য, ট্রাম্প ভিডিওটির কোথাও এটি কাল্পনিক বা এআই-নির্মিত বলে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা বা 'ডিসক্লেইমার' দেননি। মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভিডিও। আর তারপরই বিষয়টি ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। এ ধরনের একটি পোস্ট করে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন ট্রাম্প এমনটাই বলছেন সমালোচকেরা।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওবামার বিরুদ্ধে 'উচ্চ পর্যায়ের নির্বাচনী জালিয়াতির' অভিযোগ আনেন। এমন প্রেক্ষাপটে, সম্প্রতি মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের (ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স) পরিচালক তুলসি গ্যাবার্ড দাবি করেছেন-২০১৬ সালের নির্বাচনের পর ওবামা প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে 'ট্রাম্প-রাশিয়া যোগসূত্র' নিয়ে একটি ভুয়া ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন, যাতে ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসতে বাধা দেওয়া যায়। গ্যাবার্ড জানান, এই দাবির পক্ষে 'জোরালো' ও 'অপ্রতিরোধ্য' প্রমাণও রয়েছে তার কাছে। তিনি এ অভিযোগের ভিত্তিতে সাবেক ওবামা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিচারিক তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এক্স প্ল্যাটফর্মে গ্যাবার্ড লিখেছেন, 'মার্কিন জনগণ শেষ পর্যন্ত জানতে পারবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়া ঠেকাতে ২০১৬ সালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা তথ্যের অপব্যবহার করে কীভাবে ওবামা প্রশাসনের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা এক দীর্ঘমেয়াদি অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন।'

তবে, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা দপ্তর (ওডিএনআই) একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১১৪ পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালের নভেম্বর নির্বাচনের আগ পর্যন্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন ছিল-রাশিয়া 'সম্ভবত সাইবার উপায়ে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে না।'

প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, ২০১৬ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত করা দৈনন্দিন গোয়েন্দা ব্রিফিংয়ের খসড়ায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল-রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী পরিকাঠামোতে সাইবার হামলা চালালেও, তা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে সফল হয়নি।



NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.

COMPLETE BODY REPAIR

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Nur Bhai
President
718-551-1405



OPEN 24 HOURS

35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine

সীমিত সময়ের জন্য 15% Off

Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম



হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

CALL 917 930 1170

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস



উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER



718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

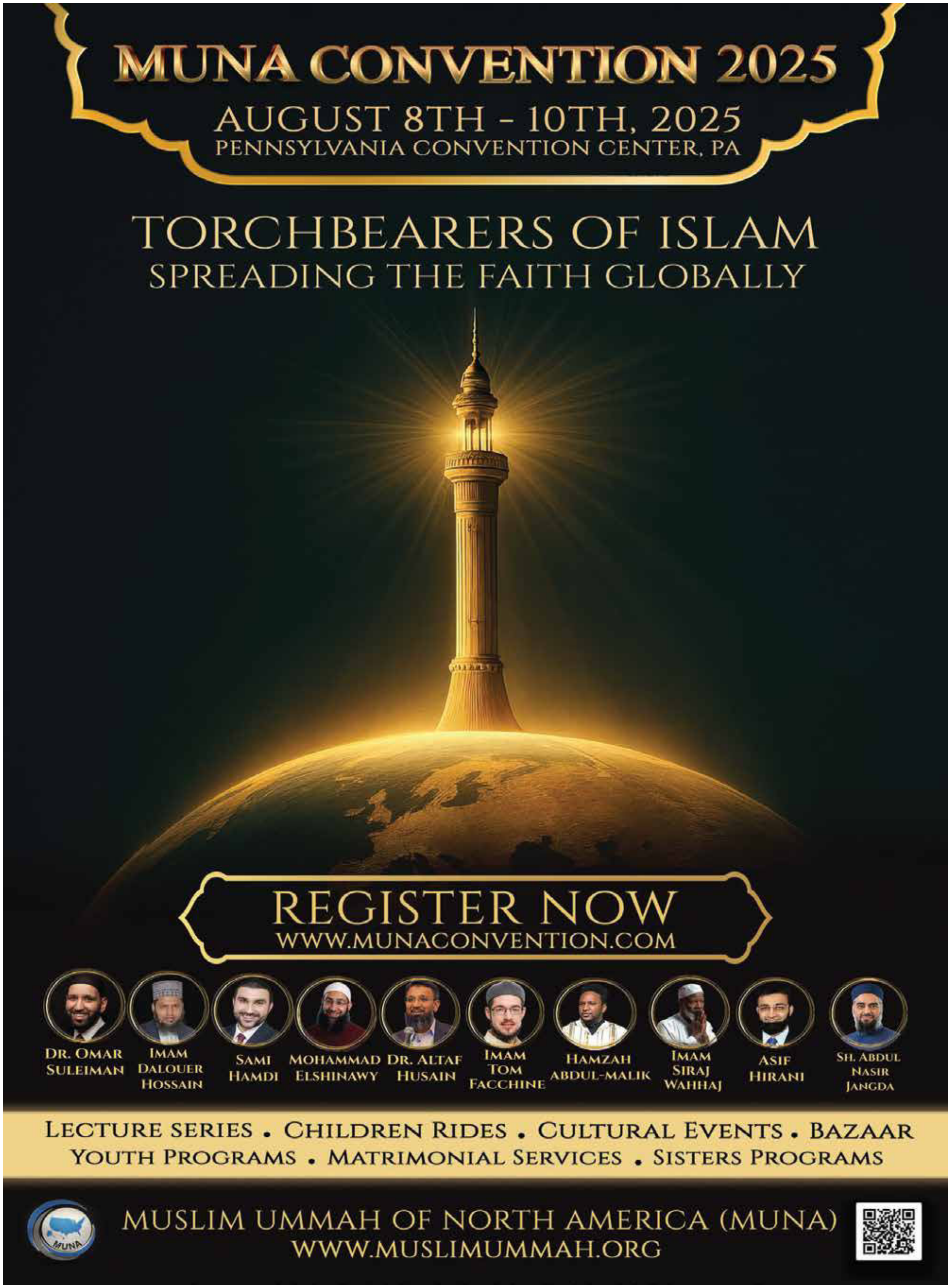
CALL US NOW:
718-516-3425

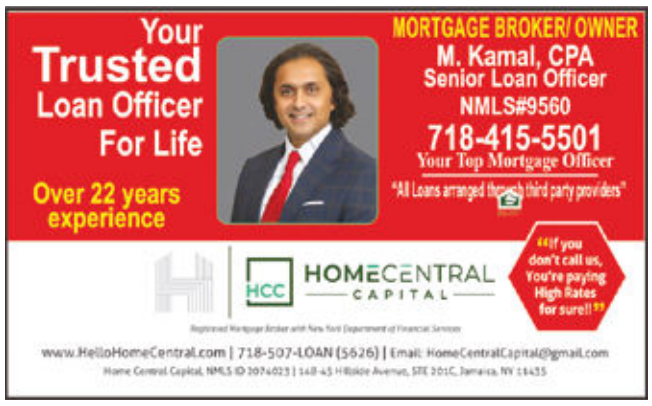
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416


MUNA CONVENTION 2025
AUGUST 8TH - 10TH, 2025
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER, PA
TORCHBEARERS OF ISLAM
SPREADING THE FAITH GLOBALLY
REGISTER NOW
WWW.MUNACONVENTION.COM
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM DALOUER HOSSAIN
SAMI HAMDI
MOHAMMAD ELSHINAWY
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM TOM FACCHINE
HAMZAH ABDUL-MALIK
IMAM SIRAJ WAHHAJ
ASIF HIRANI
SH. ABDUL NASIR JANGDA
LECTURE SERIES . CHILDREN RIDES . CULTURAL EVENTS . BAZAAR
YOUTH PROGRAMS . MATRIMONIAL SERVICES . SISTERS PROGRAMS
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
WWW.MUSLIMUMMAH.ORG



The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ৪২ : সোমবার, জুলাই ২১, ২০২৫
শ্রাবণ ০৬, ১৪৩২ মহররম ২৫, ১৪৪৭

Vol. 29 : Issue 42 : July 21, 2925 USA
Free in NY, Other State $1

নিউইয়র্কে সিটি স্কুলে সেলফোন নিষিদ্ধ সেপ্টেম্বরে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির স্কুলগুলো শ্রেণিকক্ষে সেলফোন ব্যবহার নিষিদ্ধের জন্য সেপ্টেম্বরে প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং স্কুলস চ্যান্সেলর মেলিসা অ্যাভিলেস-র‍্যামোস। নগরীটি অবশ্য এখনো রাজ্যজুড়ে প্রযোজ্য এ-সংক্রান্ত আইনের আলোকে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেনি।

গভর্নর বলেছেন, 'চলতি শরতে কাজটি শুরু *২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

মেডিকেইড-ফুড স্ট্যাম্প হারাবেন নিউইয়র্কের ৩০ লাখ মানুষ!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ৩০ লাখ মানুষ মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্প বা স্ন্যাপ সুবিধা হারাতে পারেন এমন আশংকা সংশ্লিষ্টদের। ট্রাম্পের "ওয়ান বিগ বিউটিফুল" বিল এর প্রভাবে নিউইয়র্কে বসবাসরত ২০ লাখ মেডকেইড সুবিধাভোগী এবং ফুড স্ট্যাম্প বা স্ন্যাপ সুবিধা নিচ্ছেন এমন ৩ লাখ পরিবারের ১০ লক্ষাধিক সদস্য এসব থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন। নিউইয়র্কের একাধিক গণমাধ্যম প্রতিবেদন ও বিভিন্ন জরিপে বিষয়টি ওঠে এসেছে।



নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হোকুল সম্প্রতি নতুন ট্রাম্পের "ওয়ান বিগ বিউটিফুল" বিল আইনটির বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছেন করেছেন। গভর্নর হোকুল বলেন, 'কোনো রাজ্যই রিপাবলিকানদের পাস করা বিলটির নেতিবাচক প্রভাব পুরোপুরি মুছে দিতে পারবে না। আমি আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে কাজ করছি, যাতে নিউইয়র্কবাসীকে যতটা সম্ভব রক্ষা করা যায়, কারণ আপনার পরিবারের পক্ষেই আমাদের লড়াই। এই আইনটি স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্যসুবিধা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রোগ্রামে ব্যাপক কাটছাঁটের মাধ্যমে *২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বারাক ওবামা গ্রেপ্তার-ট্রাম্পের পোস্ট করা এআই ভিডিও নিয়ে তোলপাড়

অনলাইন ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই একের পর এক বিতর্কের জন্ম দিয়ে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার নিজ মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এআই দিয়ে বানানো এক ভিডিও পোস্ট করে নতুন করে তৈরি করলেন তোলপাড়। কারণ, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামাকে গ্রেপ্তারের ভিডিও ছিল সেটি! আজ সোমবার ট্রুথ সোশ্যালে ভিডিওটি পোস্ট করেন তিনি।

ভিডিওটির শুরুতে ওবামাকে বলতে শোনা যায়, 'বিশেষ করে প্রেসিডেন্টও আইনের উর্ধ্বে নন।' এরপর বিভিন্ন মার্কিন রাজনীতিকদের বক্তব্যের দৃশ্য দেখা যায়।



যেখানে তারা বলছেন 'কেউ আইনের উর্ধ্বে নন।' পরের দৃশ্যে দেখা যায়, ওভাল অফিসে *২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

গোলাপগঞ্জ সোসাইটি বনভোজনে কমিউনিটির মিলনমেলা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ইনক এর বার্ষিক বনভোজন-২০২৫ রবিবার এস্টোরিয়া পার্কে নারী-পুরুষ ও শিশুদের অংশগ্রহণ উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু-কিশোরদের দৌড় প্রতিযোগীতা, নারীদের বালিশ খেলা, সহ বিভিন্ন ইভেন্টের মাধ্যমে বনভোজনটি উৎসবমুখর হয়ে উঠে। মধ্যাহ্নভোজের পর বাংলাদেশ সোসাইটি ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, টাইম টিভির *১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্কের ফেরী পার্কে প্রবাসের একখণ্ড কুলাউড়া

নিউইয়র্ক: নদীর ধারে সবুজ ছায়াঘেরা এক টুকরো প্রকৃতি, স্মৃতিময়, আপন, আত্মীয়তায় মোড়ানো, পরিচিত মুখের হাসিতে, চেনা কণ্ঠের ডাক আর *১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

রুবেল-রহিমা দম্পতির হজ্ব থেকে ফেরায় রিসিপশন পার্টি

নিউইয়র্ক: রহিমা ও রুবেল দম্পতির পবিত্র হজ্ব সম্পন্ন শেষে ফিরে আসা উপলক্ষে তাদের অভর্থ্যনা জানাতে *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

গণ ডিপোর্টেশনের গতি বৃদ্ধিতে

'অপারেশন রিটার্ন টু মিশন'

সাবেক আইস কর্মকর্তাদের ফেরাতে ৫০ হাজার ডলার বোনাস ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ অভিবাসন বিতাড়ন বা গণ ডিপোর্টেশন অভিযানকে দ্রুত করতে একের পর এক কার্যক্রম ও কৌশল নিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। এবার আইস এর লোকবল সংকট কাটাতে নতুন নিয়োগের পাশাপাশি অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মকর্তাদের বিশাল অংকের বোনাসসহ নানা আথিক সুবিধা দিয়ে ফের কাজে যোগদানের অফার দিচ্ছেন ট্রাম্প প্রশাসন।



ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এ ডিপোর্টেশন কর্মকর্তা হিসেবে ফের যোগদানে ৫০ হাজার ডলার সাইনিং বোনাস দিয়ে ইমেইল পাঠাচ্ছে এর প্রাক্তন কর্মকর্তাদের। আর এ নিয়োগের নাম দেয়া হয়েছে নাম 'অপারেশন রিটার্ন টু মিশন'।

অভিবাসী বিতাড়নে নতুন বিলে ৭৫ বিলিয়ন ডলার বাজেট পাওয়ার পর এখন অভিজ্ঞ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ফেরাতে দিচ্ছে আর্থিক প্রণোদনা। সর্বোচ্চ ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত সাইনিং বোনাস, পেনশনের পাশাপাশি মাসিক বেতন, এবং বাড়তি সুযোগ-সুবিধা।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, বাড়তি চাপ এবং নির্বাসন কোটা পূরণে জোরাজুরির কারণে নতুন লোকবল নিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় অভিজ্ঞ সাবেক কর্মকর্তাদের ফেরাতে ট্রাম্প প্রশাসন নানা প্রণোদনা ঘোষণা করেছে।

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে বাংলা ব্যান্ড 'আরজিবি' ও 'সাউদার্ন ব্রিজ'-এর কনসার্ট

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে হয়ে গেল আমারিকার দুটি বাংলা ব্যান্ডের কনসার্ট 'আনফরগেটেবল নাইনটিস'। গত ১১ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় জুইশ সেন্টার, জ্যাকসন হাইটস্-এ অনুষ্ঠিত এ কনসার্টে অংশ নেয় নিউইয়র্কের নতুন ব্যান্ড 'আরজিবি' ও অ্যারিজোনার ব্যান্ড 'সাউদার্ন ব্রিজ'। আয়োজনের শুরুতেই মিনহাজ আহমেদ দর্শকদের চমকে দেন। কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই উপস্থাপক হিসেবে মঞ্চে ডাকেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ও উপস্থাপক সাজু *১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

উৎসব মুখর পরিবেশে বিয়ানীবাজার সমিতির বনভোজন

নিউইয়র্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসব মুখর পরিবেশে নিউইয়র্কের হেম্পস্টেড লেক স্টেট পার্কের ফিলিপ স্কট প্যাভিলিয়নেচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক *২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: কথায় বলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ংকারী'। বহুল প্রচারিত এই প্রবাদ বাক্যটি নানান জন নানানভাবে ব্যাখা করেন। একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে কর্মস্থলে দায়িত্বপালনকালীন সময় কমিউনিটির নানা সংগঠনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি বা খবর সম্পাদনা করার সময় অনেক অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে। সাধারণত এসব ভুল-ত্রুটি হওয়ার কথা নয়। নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটিতে চলছে 'বনভোজন আয়োজনের *২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*







Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com